নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৬ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৩ চৈত্র – ১৯ চৈত্র, ১৪৩২ ঃ ২৮ মার্চ – ০৩ এপ্রিল, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 22, 28 March - 03 April, 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের আরজিকর হাসপাতাল, ফের গাফিলতি।

দেখভালহীন লিফটে আটকে থেঁতলে মারা গেলেন সন্তানের চিকিৎসা করাতে আশা দক্ষিণ দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দোপাধ্যায়। ডেকেও কাউকে সাহায্যের জন্য পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেছেন অরূপের স্ত্রী সোনালী।

রবিবার : মহাকরণের কাছে ডালহৌসিতে থাকা বামা লরি ভবনে

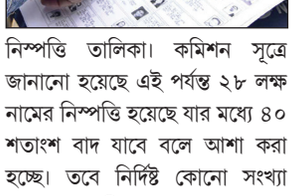

দীর্ঘদিন কাটানো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর স্থানান্তরিত হল স্ট্র্যান্ড রোডের শিপিং কর্পোরেশন ভবনে। শাসক দলের অভিযানের পরে ভোটের আগে এই স্থানান্তর নিয়ে চলছে রাজনৈতিক তরজা।

সোমবার : ভোটের আগে থেকেই অশান্ত ভাঙ্গর। কেন্দ্রীয় বাহিনী

এনেও বদলাচ্ছে না পরিস্থিতি। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভাঙ্গর থানা পরিদর্শন করলেন সদ্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব নেওয়া অজয় কুমার নন্দ। পুলিশকে বুঝিয়ে দিলেন নির্বাচনী বিধির গুরুত্ব।

মঙ্গলবার : মধ্যরাতে অনলাইনে প্রকাশিত হল বিবেচনাধীন ভোটারের

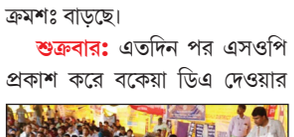

নিষ্পত্তি তালিকা। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে এই পর্যন্ত ২৮ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে যার মধ্যে ৪০ শতাংশ বাদ যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা জানানো হয় নি।

বুধবার : কলকাতায় আইপ্যাক কর্তার অফিসে ইডি হানার সময়

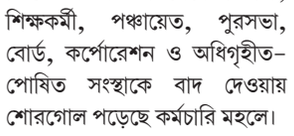

মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতি মামলায় কড়া অবস্থান নিল সুপ্রীম কোর্ট। মমতার আইনজীবীদের বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন কেন্দ্রে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে আপনারা কি একই কথা বলতেন?

বৃহস্পতিবার: ঘরোয়া গ্যাসের বুকিং বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়ে দিল বুকিংয়ের সময়সীমা ৩৫ দিনের প্রচার ভুল। আগের নিয়ম অনুযায়ী ২৫ দিনের ব্যবধানেই মিলবে রান্নার গ্যাস। তবে গ্যাসের দোকানে লাইন ক্রমশঃ বাড়ছে।

শুক্রবার: এতদিন পর এসওপি প্রকাশ করে বকেয়া ডিএ দেওয়ার

প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। কিন্তু এর আওতা থেকে শিক্ষক, শিক্ষকর্মী, পঞ্চায়েত, পুরসভা, বোর্ড, কর্পোরেশন ও অধিগৃহীত-পোষিত সংস্থাকে বাদ দেওয়ায় শোরগোল পড়েছে কর্মচারি মহলে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোট সন্ত্রাসের ট্রেলার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় নির্বাচন কমিশন কথা দিয়েছে এবার পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে তারা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে চলে এসেছে ৪০০ কোম্পানীর বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী। থানায় থানায় তাদের পাঠানো হয়েছে। মোট ২৫০০ কোম্পানী বাহিনী চাওয়া হয়েছে। ভোট ঘোষণার পর থেকে কমিশন কড়া হাতে পুলিশ প্রশাসনে রদ বদল শুরু করেছে। ডিজি থেকে থানার বড়বাবু কেউই ছাড় পাচ্ছে না। তবু যত ভোট এগিয়ে আসছে ততই অশান্ত হয়ে উঠছে বাংলা। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। সারা বাংলায় এ যেন এক উপদ্রুত অঞ্চল। ইতিমধ্যেই সাগর, ভাঙর, ক্যানিং, রায়দিঘিতে সন্ত্রাসের ট্রেলার শুরু হয়েছে। চাম্পাহাটিতে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ শব্দবাজির মশলা। পুকুর, খাল, বিল, মাঠ থেকে পাওয়া যাচ্ছে বোমা। অন্তর্কলহে লেগে রয়েছে শুটআউটের ঘটনা।

বৃহস্পতিবার বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থীর প্রচার চলাকালীন দুষ্কৃতীদের হামলায় জখম হলেন বিজেপির কয়েকজন কর্মী সহ ১২ জন। যার মধ্যে বাসন্তী থানার এসআই সৌরভ গুহ, কনস্টেবল অমিত বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাস, দেবাশীষ হালদার, সঞ্জিত গোলদার, অনুপ কুমার হালদার সহ সিভিক ভলেন্টিয়ার সৌমেন মণ্ডল ও রফিকুল লস্কর।

২৬ মার্চ বাসন্তী বাজারে প্রচার করছিলেন ১২৮ বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করেন তৃণমূলের লোকজন কটূক্তি ও প্রচারে বাধা দিয়ে তাদের বাইক ভাঙচুর করে। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় আসলে তাদেরও লক্ষ্য করে ইট ছুটতে থাকে দুষ্কৃতীরা। প্রার্থীকে নিরাপদে বের করে স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সংঘে গিয়ে রাখা হয়। ঘটনায় বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে থাকা বেশ কয়েকজনকে মারধর করা সহ তিনটি বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে ও ৮ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। সকলকেই বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিকাশ সর্দার বলেন, আমরা নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিলাম। সঙ্গে আমাদের দলীয় কর্মীরা ছিলেন। হঠাৎ করে সেই সময় তৃণমূলের বেশ কিছু দুষ্কৃতি যারা এসে আমাদের বাধা দেয় এবং মারধর করে। আটকাতে গেলে পুলিশ বাধা পায়। পুরো ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের ইন্ধনে।

বুধবারে কাকদ্বীপে রাজনৈতিক অশান্তির ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দুপুর থেকে কাকদ্বীপ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিধায়ক ঘনিষ্ঠ শিবির ও ছাত্র পরিষদের একাংশের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

অভিযোগ, রাত ৮ টা নাগাদ মুখ ঢেকে বাইকে চেপে আসা একদল দুষ্কৃতী বিধায়ক অনুগামীদের উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় ২ জন গুরুতর আহত সহ বেশ কয়েকজন কর্মী জখম হন। আহতদের দ্রুত কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকেই দায়ী করে বলেন,'কাকদ্বীপ আজ অশান্ত, সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই অশান্তির প্রভাব যাতে অন্য রাজনৈতিক কর্মীদের উপর না পড়ে। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।

থানায় কমিশনের 'নিরপেক্ষ' পুলিশ আছে। আছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি। নিয়ম করে চলছে তাদের রুটমার্চ। তবু নাগরিকদের ভয় ভাঙছে কই। দুষ্কৃতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্যে। চলছে গুলি-বন্দুকের প্রদর্শনী। এমন চলতে থাকলে যখন ভোট আসবে তখনকার অবস্থার ভেবেই কাঁটা বাংলার মানুষ। সবার একটাই প্রশ্ন বাংলার ভোট সামলাতে কমিশনের সব প্রচেষ্টাই কি শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা যাবে?

নিয়ন্ত্রণ চাই উস্কানিমূলক ভাষণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে যখন চলছে হিংসার ট্রেলার তখন রাজনৈতিক নেতাদের প্রচারে চলছে উস্কানিমূলক বক্তৃতা। কেউ চলতি সন্ত্রাসে মদত জোগাচ্ছে, আবার কেউ ক্ষমতায় এলে হিসাব নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। তাকে পাল্টা বীরত্বে ম্লান করতে হিংসার নিদান দেওয়া হচ্ছে। পর্যবেক্ষক, পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়ত দুষ্কৃতীদের এলাকা ছাড়া করা যাবে, নিরস্ত্র করা যাবে কিন্তু এইসব কুকথাকার রাজনীতিকদের থামাবে কে। কিন্তু এদের থামাতে না পারলে হিংসামুক্ত নির্বাচন করা যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

তবে রাজনীতিকদের থামাতে যার সক্রিয় হওয়া জরুরী সেই নির্বাচন কমিশন হাত গুটিয়ে বসে আছে। বেশ কিছুদিন থেকেই নেতা নেত্রীরা উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিলেও নির্বাচন কমিশন নির্বিকার দর্শক। প্রশাসনে রদবদল করে যে শান্তিপূর্ণ ভাবছে কমিশন রাজনীতিকদের সামলাতে না পারলে তা কখনই সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে কড়া অবস্থান নিয়ে উস্কানিমূলক ভাষণের উপর নিয়ন্ত্রণ আসুক, চাইছে বাংলার জনগন।

আমলা তান্ত্রিক

ওঙ্কার মিত্র

আজকে ভারতের প্রশাসনে আমরা যে প্রভূভক্ত আমলাদের দেখা পাই তাদের উৎপত্তি মূলত ব্রিটিশ আমলে। এদের কাজ ছিল নেটিভ অর্থাৎ ভারতবাসীদের দমন করে ব্রিটিশ প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করা। এটাই ছিল তখনকার আমলাতান্ত্রিকতা। এই তন্ত্র এতটাই সফল যে, কিছু নাম-ধাম এধার ওধার করে এই তন্ত্রের আসবে তাদের তৈরি পাত্রের আকার ধারণ করবে। আবার অনেকের মতে, এরা অনেকটা হাওয়া মোরগের মত। এদের দেখলে বোঝা যায় রাজনৈতিক হাওয়া কোন দিকে বইছে। ফলে এদের চরিত্র বুঝতে গিয়ে বার বার ঠকে গিয়েছেন রাজনীতিকরা। আজ যে সব আমলাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে সবুজ দলের দলদাস কাল ক্ষমতা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা বনে যাবে লাল দলের দলদাস।

ছাঁচে গড়া আমলাদেরকেই প্রশাসনে স্থাপন করে গিয়েছেন স্বাধীন ভারতের ঠেকা নেওয়া তৎকালীন কর্ণধাররা। এই আমলাদেরকেই সংবিধানে এক্সিকিউটিভ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা গণতান্ত্রিক ভারতে লেজিসলেটিভ বা জনপ্রতিনিধির বেশ ধরা শাসকদের স্বার্থ রক্ষা করবে। অনেকে বলে, এরা অনেকটা তরল পদার্থের মত। ক্ষমতায় যে দল আবার পরশু ক্ষমতা পাল্টালে হয়ে যাবে গেরুয়া দলের অনুগত। কথিত আছে এই বাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর জ্যোতি বসু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমলারা যে কতটা ভয়ঙ্কর তা আমরা বুঝতে পারিনি। অথচ সেই আমলাদের নিয়েই বহাল তবিয়তে জ্যোতি বাবু প্রায় ২৫ বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করে গিয়েছেন। এরপর দুয়ের পাতায়

মতুয়াগড়ে এগিয়ে কারা বনগাঁয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট একটা বিশেষ ফ্যাক্টর। কিন্তু সাম্প্রতিক ভোটার তালিকার

এস আই আর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন)-এ বহু মতুয়াদের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ায় উত্তর চব্বিশ পরগণার মতুয়াগড়ে চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোটের প্রায় ৮০ শতাংশ গিয়েছিল বিজেপির পক্ষে। কিন্তু এবারের বিধানসভায় কি পরিস্থিতি হতে পারে, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সহ সভাপতি মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এবারে পরিস্থিতি এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মিশ্র সম্ভাবনা রয়েছে। বনগাঁয় মতুয়া ও উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকা যেগুলো আছে, সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ভোট কাটা গিয়েছে। এর সিংহভাগ ভোটই ছিল বিজেপির। তবে সি এ এ-র মাধ্যমে আবেদন করে যারা নাগরিকত্ব পেয়েছে, তারা ভোটটাকে রক্ষা করতে পেরেছে। তবে খুব কম সংখ্যক মানুষ এই শংসাপত্র পেয়েছে। এই শংসাপত্র যদি প্রথম থেকে দেওয়া শুরু হত, তাহলে অনেকেই নাগরিকত্ব পেয়ে যেতেন। তবে তৃণমূল এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে এসেছে গোড়া থেকেই। ঠাকুরনগরের ঠাকুর বাড়ি থেকে শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুর উভয়েই 'এলিজেবল' শংসাপত্র দিয়েছেন। এই শংসাপত্র পাওয়ার পর কতজন মতুয়া নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাতে তলে তলে সব ভাইজান কি এক হচ্ছে?

কুনাল মালিক

বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক একটা ফ্যাক্টর বলেই সকলে জানে। কিন্তু ভোটের অনেক আগে থেকেই সেই ভোট ব্যাংকে ধস নামতে শুরু করেছে বলে

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। প্রথমদিকে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে অটুট রাখতে শাসকদলের সুপ্রিমো যেভাবে তোষণনীতি করেছেন তাতে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা অনেকেই হতাশ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। হিন্দুদের মন পেতে পরপর তৃণমূল সুপ্রিমো এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরাও মুখ ফেরাতে শুরু করে। বিশেষ করে দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া, সরকারি টাকায় দীঘাতে জগন্নাথ ধাম করা এবং সরকারি টাকায় রেশন এর মাধ্যমে জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ

বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। জগন্নাথের প্রসাদ নিতে সংখ্যালঘু মানুষেরা অনেকেই অনীহা প্রকাশ করেছেন। তার ওপর রাজারহাট নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন, শিলিগুড়িতে মহাকালেশ্বর ধর্মীয় মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ সংখ্যালঘু মানুষদের মনে যথেষ্ট পীড়াদায়ক হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ ধীরে ধীরে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়গুরুরা মুখ খুলে বলেছেন, শুধুমাত্র তৃণমূল সুপ্রিমো তাদের ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করে অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করেনি। এ ব্যাপারে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বারেবারেই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিজেপি সাংগঠনিক দল, সব সামলে নেবে : বিমল শঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ প্রকাশ করবেন তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের চার্জশিট। তার পরে প্রকাশিত হবে বাংলার জন্য বিজেপির সংকল্প পত্র।

ঠিক তার আগে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজ্য বিজেপির মিডিয়া কনভেনর অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ আলিপুর বার্তাকে জানালেন, প্রার্থী নিয়ে বিজেপি অফিসের বাইরে যে ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে তা বাঞ্ছিত বা কাঙ্খিত নয়। তবে বিজেপি সাংগঠনিক দল, সব সামলে নেবে। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসছে জেনে সকলেই তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতায় এলে আপনারা নতুন কি করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিমলবাবু জানান, সবটাই তো নতুন করে তৈরি করতে হবে। বামেরা বাংলার সর্বনাশের যেখানে শেষ করেছিল তৃণমূল সেখান থেকে সর্বনাশের শুরু করেছে। স্বাধীনতার পরে নেশন বিল্ডিংএর অ্যাজেন্ডা ছিল। এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিংএর

অ্যাজেন্ডা শুরু করতে হবে। তবে আমরা তার জন্য তৈরি আছি।

১৯৬৭ থেকে ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এল পশ্চিমবঙ্গের বারোটা বাজালো। ৭২ থেকে ৭৭ কংগ্রেস বারোটা বাজিয়েছে। ৬০ বছর ধরে এই অবস্থার মধ্যে রয়েছি। সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গকে তৈরী করতে গেলে প্রথম যেটা দরকার সেটা আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা দরকার। সরকারি চাকরি বিক্রি হবে না।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

স্রোত নিয়ন্ত্রণে আদিগঙ্গায় ব্যারেজ নির্মাণ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

বরুণ মণ্ডল

জোয়ার-ভাটার স্রোত নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পৌরসংস্থার তত্ত্বাবধানে ১৩৪.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ কলকাতার আদিগঙ্গা ও হুগলি নদীর সংযোগস্থল খিদিরপুর-হেস্টিংস মোড়ের সন্নিকটের দইঘাটে(ওয়াটগঞ্জ) একট ৪২ মিটারের ব্যারেজ এবং পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আদিগঙ্গায় জোয়ার-ভাটাকে ব্যারেজের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, তাতে কলকাতার নয়া সংকট কেবল নয়, সোজাসুজি আরও অনেক বেশি সংকট সৃষ্টি করবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ অংশকে। তাই কলকাতার 'আদিগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতে এই ব্যারেজ নির্মাণ অপ্রয়োজনীয় এবং এটি নির্মিত হলে কলকাতা শহরের পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ আরও ভালো রকম বৃদ্ধি পাবে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দইঘাটে প্রস্থে ২৬ মিটার জলঅংশের ব্যারেজের মাত্র সাড়ে ১২ মিটার সারাবছর যাবৎ খোলাবন্ধ সম্ভব। ফলে আদিগঙ্গার মুখটাই সঙ্কুচিত হবে। আদিগঙ্গা হল কলকাতার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী। এটি কলকাতা পৌরসংস্থার ২৮টি ওয়ার্ড ও রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে তারপর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর জয়নগর শামুখপোতার বিস্তীর্ণ অংশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত এই আদিগঙ্গা তার জলপ্রবাহের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলধারা। আর এর জলস্রোতের অভাবে মাটি শুকনো হয়ে গাছপালা-সবুজের বিপদ ডেকে আনবে ও ধূলিকণা বৃদ্ধির ফলে বায়ু আরও বেশি দূষিত হবে। আদিগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনকারীদের আরও বক্তব্য, 'পরিবেশ আইনানুযায়ী এই ধরনের প্রকল্পের জন্য রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া একান্ত বাধ্যতামূলক। কিন্তু তা করা হয়নি।'

এতোকিছুর পরে আদি গঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কলকাতা পৌরসংস্থার নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল অমিতাভ পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে। তাতে ওই সদস্যরা ডিজিকে স্পষ্ট ভাবে জানান যে, আদিগঙ্গার বৈজ্ঞানিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে ও নমামী গঙ্গে প্রকল্পের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আদিগঙ্গা সমেত হুগলি নদীর সঙ্গে যুক্ত সকল নদনদী, শাখানদী ও সকল খালের পুনরুজ্জীবন, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত প্রবাহ পুনরুদ্ধারের সকল উদ্যোগের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু সেই নীতিমালার বিরোধী এই ব্যারেজ প্রকল্প থেকে পৌর কর্তৃপক্ষ যাতে বিরত থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষ ওই প্রতিনিধি দলকে জানায়, নমামী গঙ্গে প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ কারিগরি ও আর্থিক সংক্রান্ত মূল্যায়নের সময় এই ব্যারেজ প্রকল্প বাদ দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের(এনডিএমএ) অর্থ সহায়তার সুযোগ নিয়ে এই ব্যারেজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আদিগঙ্গার

সম্পূর্ণ বুকের ওপর কলকাতা মেট্রোরেল টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত অংশে ৩০০টি পিলার তৈরি করে জলস্রোতকে আগেই বিঘ্নিত করেছে। আদিগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন কারিদের বক্তব্য, দইঘাটে ব্যারেজ নির্মাণ করতে যে ১৩৪.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে, সেই টাকা করে যদি গোটা আদিগঙ্গা ও টলিনালার দু"টো জলধারার সম্পূর্ণ পচা পাঁক, পলি তুলে নদীর নাব্যতা যদি বৃদ্ধি করতো এবং মহামায়াতলার পরেও যদি স্বাভাবিক ভাবে জলের চলাচল বাড়াতো, তবে ষাঁড়াষাঁড়ি বানের বিপুল জল মহামায়াতলা ছাড়িয়ে আরও বহু দূর পর্যন্ত চলে যাবে। তাহলে কালীঘাট ভাসার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কলকাতা পৌরসংস্থার নগর পরিকল্পনা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে এই ভাবনার কোনও উত্তর নেই। আর বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর কখনো ব্যারেজ তৈরি করে না। সাধারণত সেচ দপ্তর এই ধরনের ব্যারেজ নির্মাণ করে থাকে।

আদিগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনকারীদের মূল উদ্বেগগুলি হল, (১) কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের ২০১৬ সালের ৭ অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : এস.ও. ৩১৮৭(ই) অনুযায়ী এ রাজ্যের ভাগীরথী-হুগলি নদী ও হুগলির শাখা আদিগঙ্গার সম্পূর্ণ অংশ(৩৫ কিলোমিটার) দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আদিগঙ্গার প্রাকৃতিক প্রবাহ বজায় রাখা জরুরি বলে ঘোষণা করার সঙ্গে এই বিপজ্জনক ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্প সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। (২) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাল বজায় রেখে পুনরুজ্জীবনের কাজে জল ধারার নিম্নতম অংশ বা মোহনার দিক থেকে শুরু করা উচিত হলেও আদিগঙ্গা সর্বমোট ২৭.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কেবলমাত্র উপরি অংশের মাত্র ১৫.৫ কিলোমিটার(দইঘাট থেকে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ) দৈর্ঘ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে পলি জমার কারণ হয়ে প্রবাহ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। (৩) প্রস্তাবিত ব্যারেজ নির্মাণ আদিগঙ্গা জোয়ার-ভাটার প্রাকৃতিক প্রবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ও এটি পরিবেশ বিরোধী ও আইন বিরোধী। (৪) ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্প রিপোর্ট অনুযায়ী ভাঙা ৭৪টি 'পেনস্টক্ গেট দিয়েই আদিগঙ্গা-টালিনালার জোয়ারের জল শহরের কিছু অংশ প্লাবিত করে ও সেই গেটগুলি নতুন করে নির্মাণের পূর্ণ অর্থ 'নমামী গঙ্গে' প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে। এরপর দুয়ের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

সেন্টিমেন্ট বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে বুধবার যখন এই লেখা লিখছিলাম তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচকে লিপ্ত ছিল ২৩,৭৮৫ লেবেল আর আজ যখন লিখছি তখন এই বুধবার দাম রয়েছে ২৩,৩৬০। গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম নিচের দিকে ২৩,৪০০ লেভেলে ভালো সাপোর্ট আছে। যখন কোন সাপোর্ট ভোলাটিলিটি ইনডেক্স ২৪.৫–এর কাছাকাছি। এই অবস্থাতে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক এর প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ পয়েন্ট মুভমেন্ট খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং বড় রকম গ্যাপ আপ বা ডাউন নিয়ম করে হয়ে চলেছে। মার্চ মাসে ২২,৪৮৫ লেভেল ব্রেক করার সম্ভাবনা আর নেই বলেই মনে হচ্ছে। বাজারের অস্থিরতা বেশি থাকায় প্রত্যেকটি ট্রেডে অতি অবশ্যই কঠোরভাবে স্টপ লস মেনে চলা উচিত।বর্তমানে

লেবেল ব্রেক করে তখন বাজার খুব কার্যকরীভাবেই নিচের দিকে চলে যায়, গত সপ্তাহে বাজার ২২,৪৮৫ পর্যন্ত গেছে।

আগামীদিনের নিরিখে বৃহস্পতিবার যেহেতু রামনবমীর ছুটি আছে, তাছাড়া প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে যা শেয়ার বাজারকে নিয়মিতভাবে বিব্রত করে চলেছে। এই লেখা যখন লিখছি তখন আইটি এবং ব্যাংকিং স্টকগুলোতে ভালো মুভমেন্ট হচ্ছে, তবে ডিফেন্স এবং এনার্জি সেক্টরের দিকেও নজর দিতে পারেন। এই মাসের জন্য বাজার উপরের দিকে ২৩,৮০০ লেভেল বড় রেজিস্ট্যান্স বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার এই আর্থিক বছরের মধ্যেই যুদ্ধের সেন্টিমেন্ট বাজারে সেন্টিমেন্টকে কতটা প্রভাবিত করে।

বার্ষিক আঞ্চলিক সভা ও ভিশন নিয়ে সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দ্রুত পরিবর্তন এবং ব্যাঘাতের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি যুগে সহ্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করতে স্কেল এবং সাফল্যের চেয়ে বেশি প্রয়োজন– এটি দৃষ্টি, স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার ক্ষমতা। এই ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি এমন সংগঠন তৈরি করতে পারে যা শুধুমাত্র বৃদ্ধিই অর্জন করে না কিন্তু শিল্প, সমাজ এবং অর্থনীতিতে স্থায়ী প্রভাবও তৈরি করে।

শাশ্বত গোয়েঙ্কা, ডঃ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, আর. মুকুন্দন, শোবানা

উদ্বোধনী অধিবেশন বিশিষ্ট শিল্প নেতাদের একত্রিত করবে সেই নীতিগুলির উপর প্রতিফলিত করার জন্য যা স্থায়ী উদ্যোগগুলিকে গঠন করে, যার মধ্যে মূল্য চালিত নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত চিন্তাভাবনা এবং পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ল্যান্ডস্কেপগুলির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আলোচনায় তুলে ধরা হবে কীভাবে কামিনেনি, চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী, সঞ্জীব পুরী, সিদ্ধার্থ জৈন, মেহুল মোহনকা, নীরজ বিয়ানি, অক্ষয় ঘুলাতি, মি দাবাতি ও মিঃ দাবাতি। আজ দ্রুত বিকশিত ব্যবসায়িক পরিবেশ, গতিতে নির্মাণ এবং স্কেল করার ক্ষমতা প্রতিযোগিতার জন্য একটি সংজ্ঞায়িত ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

আর্থিক বাজার থেকে ক্রিকেটের ময়দানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আগামী ২ এপ্রিল হতে চলা কেকেআর বনাম এসআরএইচ ম্যাচে ইক্যুইটি প্লাস প্রাইভেট লিমিটেড আইপিএল ম্যাচ প্রেজেন্টার হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে! শেয়ার বাজারের চার্ট বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে আইকনিক ইডেন গার্ডেন্সে দাঁড়ানো পর্যন্ত এই যাত্রাটি ছিল সত্যিই অবিশ্বাস্য। আগামী ২ এপ্রিল আমি সরাসরি মাঠে উপস্থিত থেকে বিজয়ীর হাতে ম্যাক্সিমাম সিক্সেস ট্রফি তুলে দেওয়ার এক অনন্য সম্মান লাভ করব! এই সাফল্য আমাদের সকল ক্লায়েন্ট এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিশ্বাস ও আশীর্বাদেরই ফল। আমাদের এই অগ্রগতির অংশীদার হওয়ার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। দেখা হবে বাউন্ডারি লাইনে!

বেহালায় সারমেয় কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অ্যানিম্যাল্ পীপল্ অ্যালায়েন্স কলকাতা''র উদ্যোগে ২৬ মার্চ বেহালা পূর্বস্থিত সোদপুর গার্লস্ হাই স্কুলে পথের অবহেলিত 'কুকুর, বিড়ালদের সহানুভূতি ও সেবা বিষয়ক একটি টক শো অনুষ্ঠিত হল। অংশগ্রহণে এই স্কুলের ছাত্রীরা। ফিল্ড ডাইরেক্টর ছিলেন তুষার সরকার।

রেলে ১১,১২৭ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট নিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি, কলকাতা, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, প্রয়াগরাজ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, আজমীর, জম্মু–কাশ্মীর, চণ্ডীগড়, ভোপাল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ২৯টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে ১১,১২৭ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি বের করেছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ১৫ মে থেকে। চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। এই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য দেওয়া হল:

মাধ্যমিক পাশরা স্বীকৃত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মিল রাইট মেন্টেন্যান্স মেকানিক, মেকানিক রেডিও অ্যান্ড টি.ভি., ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, ওয়ারম্যান, ট্রাক্টর মেকানিক, আর্মেচার অ্যান্ড কয়েল ওয়াইন্ডার, মেকানিক ডিজেল, হিট ইঞ্জিন, টার্নার, মেশিনিস্ট বা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স পাশ হলেও যোগ্য।

পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করার যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স বা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন। দৃষ্টিশক্তি দরকার এ–১ অর্থাৎ, দূরের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৬, কাছের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ০.৬, ০.৬।

বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৬–এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে সাধারণ আর ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের বেলায় ২–৭–১৯৯৬ থেকে ১–৭–২০০৮–এর মধ্যে। ও.বি.সি. প্রার্থীদের বেলায় ২–৭–১৯৯৩ থেকে ১–৭–২০০৮''এর মধ্যে। তপশিলী প্রার্থীদের বেলায় ২–৭–১৯৯১ থেকে ১–৭–২০০৮–এর মধ্যে।

তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সিরা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত, প্রতিবন্ধী আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংপ্রাপ্তরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ১৯,৯০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CEN No.: 01/2026

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট

বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.।) হবে। তাতে সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.–।।) হবে। এরপর কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। প্রথম ধাপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের ৭৫ টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) অঙ্ক, (২) মেন্টাল এবিলিটি, (৩) জেনারেল সায়েন্স, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সময় থাকবে ১ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি–সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি., তপশিলী হলে ৩০%, তপশিলী উপজাতি হলে ২৫% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। দ্বিতীয় ধাপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় থাকবে এই দু''টি পার্ট: পার্ট–এ ও পার্ট–বি। পার্ট–এ–তে থাকবে ৯০ মিনিটের ১০০টি প্রশ্ন, এইসব বিষয়ে: (ক) অঙ্ক, (খ) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, (গ) বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। পার্ট–বি–তে থাকবে ৬০ মিনিটের ৭৫টি প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর।

প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি–সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়। দুটি পার্টেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। পার্ট–এ–তে পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদের ৮ গুণ প্রার্থীকে কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। সি.বি.এ.টি.–তে প্রতিটি ব্যাটারি টেস্টে ৪২ নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন।

চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরির সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্টের পার্ট–এ–তে পাওয়া নম্বরের ওপর ৭০% আর সি.বি.এ.টি. টেস্টের ওপর ৩০% ওয়েটেজ দেখা হবে। এরপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ মে থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। সি.বি.টি.। পরীক্ষা দিয়ে থাকলে সাধারণ প্রার্থীরা পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)। আরো বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তি বেরোলে যথাসময়ে কর্মসংস্থান''এ দেওয়া হবে।

আমলা তান্ত্রিক

প্রথম পাতার পর

আসলে আমলা তান্ত্রিকদের একটা আলাদা মন্ত্র আছে যা সারা ভারতের সর্বত্র এক। সেই মন্ত্র হল, সংবিধানের দেওয়া ক্ষমতা বলে ক্ষমতাসীনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের কেরিয়ার তৈরি করা। ব্রিটিশের শেখানো শাসনে এরা এতটাই পটু যে কাগজে কলমে জনগণের জন্য নিবেদিত হলেও বাস্তবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এরা মানুষের বন্ধু না হয়ে শাসক হিসাবেই পরিচিত। বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও ডান ও বামপন্থী দুই আমলেই এই আমলা তান্ত্রিকরা বহাল তবিয়তে সঙ্গত করেছে। রাজ্য পিছিয়ে পড়লেও সব দায় রাজনীতিকদের উপরে চাপিয়ে নিজেদের আড়াল করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। এদের এমনই সম্মোহনী শক্তি যে ক্ষমতায় থাকলে এদের প্রশংসা করা ছাড়া গতি নেই শাসক দলের। ক্ষমতা হারানোর আগে বোঝার উপায় নেই এইসব আমলা তান্ত্রিকদের কলকাঠির জোর। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলায় আমলা তান্ত্রিকদের আচরণ দেখলে তা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। গত ৭৫ বছরের শাসনব্যবস্থা দেখে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন ধরেই নিয়েছে যে এ রাজ্যের আমলারা শাসক দলের কাছে বিকিয়ে গিয়েছে তখন নির্বাচন কমিশনের বিধি চালু হতেই আমলা তন্ত্রের প্রকৃত চেহারা সামনে চলে এসেছে। এতদিন যারা শাসক দলের একনিষ্ঠ ছিল তারাই এখন প্রিয় শাসকে ফেলে কমিশনের বাধ্য ছেলে হয়ে উঠেছে।

ভেবে দেখা দরকার বাংলার উচ্চপদস্থ আমলাদেরকে এবারে এভাবে নির্বাচন কমিশনের তোপের মুখে পড়তে হল কেন। কেন তাদের মনে হচ্ছে এবারের নির্বাচনের রাশ তাদের হাতে থাকবে না। সবটাই নিয়ন্ত্রণ করবেন পর্যবেক্ষকরা। এর প্রধান কারণ হল বিগত নির্বাচনগুলোতে তাদের ভূমিকা। চাহিদা মত সেন্ট্রাল ফোর্স দেওয়া সত্বেও তারা প্রতিবার রক্তপাতহীন নির্বাচন ও বিরোধীদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। আটকাতে পারেননি ভোট পরবর্তী হিংসা। পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে পারেননি। ভোট গ্রহণ থেকে গণনা কেন্দ্র সবেতেই তাদের নিরপেক্ষতাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও সারা বছর ধরে এরা যে ভাবে একটি দলের কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তাতে তাদের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য এরা প্রোটোকল ভাঙতেও দ্বিধা করে না। এমন উদাহরণ এদেরকে জাতীয় পর্যায়ে সন্দেহের মুখে ফেলে দিয়েছে। বাংলার শীর্ষ আমলাদের পক্ষপাতদুষ্ট কাজ চুঁইয়ে পড়েছে নিচুতলাতেও। ফলে আইএএস–আইপিএসদের সঙ্গে কোপ পড়ছে নিচুতলার অফিসারদের উপরেও।

ফলে পরিস্থিতি যখন চরমে ওঠে তখন একসময় ছিন্ন হয়ে যায় রাজনীতিক ও ব্যুরোক্রাটদের সম্পর্ক। সন্দেহের পারদ বাড়তে থাকে দুপক্ষে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বাংলাতেও ঠিক এটাই দেখা যাচ্ছে ভোটের আবহে। যে শাসক এতদিন যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল সেই শাসক তাদেরই এখন দাগিয়ে দিচ্ছে ড্রাগ, ক্যাশ, অস্ত্র–পাচারকারিদের মদতদাতা হিসেবে। নিজের প্রশাসনের অফিসাদের বিরুদ্ধেই জমা পড়ছে শাসকের আপত্তি। তবে এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে যেই আসুক এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ভারতের ব্রিটিশ বান্ধব এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণতান্ত্রিক আমলা আসলে সোনার পাথর বাটি হয়েই থেকে যাবে।

বনগাঁয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া

প্রথম পাতার পর

আসলে নাগরিকত্বের ক্যাম্পেনিং যদি ঠিকঠাক হত, তাহলে বিরোধীদের বাধা দান ততটা আমল পেত না।'

মতুয়াদের আসনপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বনগাঁ লোকসভার মধ্যে কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা এই কেন্দ্রগুলোতে বিজেপি মতুয়া প্রার্থী দিয়েছে। কল্যাণীতে অম্বিকা রায় এখনও কনফার্ম হয়নি। হরিণঘাটায় অসীমা সরকার, বনগাঁয় অশোক কীর্তনিয়া, গাইঘাটায় ঠাকুর বাড়ির সুব্রত ঠাকুর, বাগদায় শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুর। যদিও সোমা ঠাকুর এখনও মনোনয়ন পাননি। অন্যদিকে তৃণমূল থেকে গাইঘাটায় নরোত্তম বিশ্বাস এবং বাগদায় ঠাকুর পরিবারের মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর। এই হচ্ছে মতুয়াদের সাকুল্যে টিকিট প্রাপ্তি।

তবে চূড়ান্ত তালিকা থেকে মতুয়াদের বহু নাম বাদ যাবার ফলে তাদের মধ্যে একটা অভিমান তৈরি হয়েছে। এই অভিমান বা আশঙ্কা যদি বিজেপি নেতারা কাটাতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে একটা বড় অংশের মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বিজেপির সঙ্গে থাকবে। নাহলে তারা বিপক্ষে যাবে। তবে সবটাই নির্ভর করছে দলীয় কর্মসূচী ও কর্মকাণ্ডের উপরে। এখন কারা কতটা রিকভারি করতে পারবে, তা নির্ভর করছে সময়ের উপরে।'

ভাইজান কি এক হচ্ছে?

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড বিধায়ক ভরতপুরের হুমায়ুন কবীর সম্প্রতি আমজনতা উন্নয়ন পার্টি নামে একটি দল করে ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। বেলডাঙ্গাতে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। তিনিও ইতিমধ্যেই ১৪৭ টা আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের মিম দলের সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়াইসি হুমায়ুন কবিরকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। তিনি হুমায়ুন কবীরকে 'ভাইজান' বলে আখ্যা দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, আসাউদ্দিন ওয়াইসির মিম এবং হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি জোট করেই রাজ্যে প্রায় ১৯২ টা আসনে লড়াই করতে চলেছে। আসাউদ্দিন ওয়াইসি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যদি যোগ্য নেতা না থাকে তাহলে কোনদিনই তাদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেই কারণেই সংখ্যালঘু মানুষরা জোটবদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে, আইএসএফ দলে সম্প্রতি যোগদান করেছেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত তাজা নেতা তথা ভাঙরের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। আরাবুল ইসলামকে শওকাত মোল্লার ক্যানিং পূর্বে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নতুন এক চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে দিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্যানিং পূর্বের নেতা তথা বিধায়ক শওকাত মোল্লাকে সরিয়ে এনে ভাঙ্গরে দাঁড় করিয়েছে। যে ভাঙরে আবার লড়াই করছেন আইএসএফের পূর্বতন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং লড়াই তা আগামীদিনে মানুষ দেখবে। আবার হুমায়ুন কবীর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী এবং আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকীর প্রতি তাদের অন্য একটা সমঝোতার মনোভাব আছে তবে সে ব্যাপারে তিনি খোলসা করেননি। মদ্দা কথা হল তৃণমূল কংগ্রেসের একতরফা সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক এবার যদি ভাইজানদের দিকে চলে যায় তাহলে শাসক তৃণমূলের কপালে অশেষ দুঃখ আছে বলেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন।

স্রোত নিয়ন্ত্রণে আদিগঙ্গায় ব্যারেজ নির্মাণ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

প্রথম পাতার পর

সে কাজ করে, তার কার্যকারিতা না বিচার করে, জোয়ারের জলে শহরে প্লাবন রোধে ব্যারেজ নির্মাণ অপ্রয়োজনীয়। (৫) আদিগঙ্গায় জোয়ারের জলে শহর প্লাবিত হওয়ার ক্ষীণতম সম্ভাবনা রোধের জন্য ব্যারেজ নির্মাণ প্রত্যাহার করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত আদিগঙ্গা–টলিনালার বাকি অংশ (২৭.৮–১৫.৫)= ১২.৩ কিলোমিটার প্রাচীন নদীপথের(রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নম্বর ১, ৬ ও ২৯ এবং বারুইপুর পৌরসভা জয়নগর পৌরসভা) পুনরুজ্জীবন ও আদি ধারার সঙ্গে সংযোগ পুনঃস্থাপন করার একান্ত প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত। এটি সহজ ও প্রকৃতি বান্ধব। ফলে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে আদিগঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ি বানের জল গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে থমকে না দাঁড়িয়ে আদিগঙ্গা–টলিনালার নাব্যতা বৃদ্ধি করা হলে বানের জল রাজপুর–সোনারপুর হয়ে বারুইপুর জয়নগর পর্যন্ত চলে যাবে। ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার দক্ষিণ কলকাতার ৭৩, ৮২, ৮৩ ও ৮৮ নম্বর ওয়ার্ড আদিগঙ্গায় বানের জলের দীর্ঘ কালের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। (৬) রাজপুর–সোনারপুর, বারুইপুর এছাড়াও তারও পরে বিদ্যাধরী নদী পর্যন্ত যেসব অঞ্চলে বা ক্ষেত্রে আদিগঙ্গা–টলিনালার প্রাচীন জলধারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তা চিহ্নিত করে তা পুনরুদ্ধার করা 'নমামী গঙ্গে'র ঘোষিত নীতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। (৭) আদিগঙ্গায় জোয়ার–ভাটা বন্ধ হলে মাটির নীচের জলস্তরে বিরূপ প্রভাব পড়বে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাটির ও জল আরও লবণাক্ত হবে। ক্ষেতের চাষ ও মাছ চাষের বিপুল ক্ষতি হবে। 'আদিগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনে'র সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্টজনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আদিগঙ্গায় ব্যারেজ নির্মাণ বিপর্যয় রোধের বদলে আরও বিপর্যয় ডেকে আনবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের আগে আদিগঙ্গা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তর। ২০১৪ সাল থেকে বর্তমানে আদিগঙ্গার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৮ মার্চ – ০৩ এপ্রিল, ২০২৬

মেষ রাশি : অভিজ্ঞ এবং ইতিবাচক মানসিকতার মানুষদের সঙ্গ সহায়ক হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমাধান খুঁজে বের করার আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অপ্রয়োজনীয় কাজে অতিরিক্ত ব্যয় সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনার রাগ এবং বিরক্তি নিয়ন্ত্রণ করুন।

বৃষ রাশি : আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিন এবং পরিকল্পিতভাবে সেগুলো সম্পন্ন করুন। আপনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশনা সহায়ক হবে। কোনো নিকটাত্মীয়ের দাম্পত্য জীবনে সম্ভাব্য বিচ্ছেদ উদ্বেগের কারণ হবে। আপনার রাগ এবং কঠোর কথা নিয়ন্ত্রণ করুন।

মিথুন রাশি : আপনি যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তবে এই সপ্তাহে তা সফল হতে পারে। আত্মীয় বা বাইরের লোকেদের সাথে কথা বলার সময় নম্রতা এবং সৌজন্য বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভালো পরামর্শ উপকারী হবে। কোনো কাজ শুরু করার আগে তার প্রতিটি দিক বিবেচনা করুন। এটি অগ্রগতির নতুন পথ খুলে দেবে। আপনার আত্মবিশ্বাসও দৃঢ় হবে। কোনো নিকটাত্মীয়ের সাথে তর্ক হতে পারে। তবে, রাগ ও আবেগের পরিবর্তে শান্ত মনোভাব বজায় রাখলে দ্রুত সমাধান হবে।

সিংহ রাশি : আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। বেশ কিছুদিন ধরে যে মানসিক চাপে ভুগছেন, তা থেকে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। আয়ের একটি নতুন উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো অসুবিধা বা সিদ্ধান্তহীনতার ক্ষেত্রে, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে।

কন্যা রাশি : আপনি উন্নতি সংক্রান্ত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার একজন অভিজ্ঞ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্যে অবিচল থাকবে এবং ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করবে। অন্যায়ের বিরোধিতা করলে অকারণে মানুষ আপনার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। প্রতিটি কাজ গুরুত্ব ও বিচক্ষণতার সাথে করুন। সামান্য অসাবধানতারও গুরুতর পরিণতি হতে পারে। কোনো আত্মীয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি মানসিক চাপে থাকবেন

তুলা রাশি : আপনি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন, যা ফলপ্রসূ হবে। আপনার সামনে আসা যেকোনো সাফল্য অর্জনে বিলম্ব করবেন না। আপনার ব্যক্তিত্ব এবং আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি অন্যদের উপর একটি ইতিবাচক ছাপ ফেলবে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ চঞ্চলতা এবং অসাবধানতা তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : জাতক–জাতিকাদের জন্য বিশেষ হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ কারো সমর্থন দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। আপনার ইচ্ছাশক্তি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক বা সামাজিক বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেবেন না। অন্যদের মতামতের দিকেও মনোযোগ দিন। বাড়িতে আত্মীয়দের আগমনের কারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিলম্ব হতে পারে। পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায় শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপে থাকবে

ধনু রাশি : রাশির জাতক–জাতিকাদের জন্য সাফল্য বয়ে আনবে। আত্মীয়–স্বজন আপনার বাড়িতে বেড়াতে আসবেন এবং মতবিনিময় অনেক সমস্যার সমাধান করবে। খরচ করার সময় আপনার বাজেটকে অবহেলা করবেন না। অন্যদের সাহায্য করার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত কাজেও মনোযোগ দিন, অন্যথায় আপনার নিজের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মকর রাশি : যারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত তারা লাভবান হতে পারেন। পারিবারিক যেকোনো সমস্যার সমাধান হবে। তরুণ–তরুণীরা তাদের পড়াশোনা এবং কর্মজীবনকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। গণমাধ্যম এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দিন। সময়ের সাথে সাথে নিজের আচরণ পরিবর্তন করা জরুরি।

কুম্ভ রাশি : ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু ভালো পরিকল্পনা করা হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকা ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। সম্পত্তি–সংক্রান্ত যেকোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। এটি সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। ছোটখাটো বিষয় উপেক্ষা করুন এবং বিচক্ষণ থাকুন। অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

মীন রাশি : পারিবারিক ভরণপোষণের জন্য কিছু পরিকল্পনা করা হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ উপকারী হবে। ইতিবাচক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে সময় দিন। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সংঘাতের কারণ হতে পারে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে, শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার চেষ্টা করুন। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

শব্দবার্তা ৩৮৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. বিচারবুদ্ধির অভাব ৪. অসি, তরবারি ৫. বায়না ৭. গণিতের এক অধ্যায় ৯. টাটকা জীবন্ত ১০. অভিধান।

উপর–নীচ

১. প্রাণপন ২. গরমিল, পার্থক্য ৩. অসুবিধাজনক ৬. যে শিশুর সদ্য জন্ম হয়েছে ৮. শিব ৯. এক ধরনের রুটি

সমাধান : ৩৮৩

পাশাপাশি : ১. অভিবাদন ৪.তুমার ৬. ধসা ৮. ভিক্ষামা ৯. ধোঁয়াশা ১১. লজ ১৩. শরম ১৫. দণ্ডবিধান ।
উপর–নীচ : ১. আগার ২. বাদী ৩. নতুবা ৫. রংমশাল ৭. সাভিনিবেশ ১০. আমদ ১২. জল্পন ১৪. চাবি।

জেলায় জেলায়

বিজেপি প্রার্থীকে ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ চালুর দাবি

অভীক মিত্র, সিউড়ি : ২২ মার্চ পারশুন্ডি গ্রামপঞ্চায়েতের আড়ং গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে গেলে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহাকে দুই দশক ধরে বন্ধ থাকা ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবি জানায় সাধারণ মানুষজন। সাধারণ মানুষ তাকে বলে এই রেলপথ চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবে। ব্যবসার উন্নতি হবে। পলাশস্থলী স্টেশন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামতাড়া জেলার অন্তর্গত। অন্ডাল–সাইথিয়া রেলপথের ভীমগড় স্টেশন থেকে রেললাইন আলাদা হয়ে হজরতপুর, রসোয়ান, বড়রাগ্রাম, লছমনপুর রোড স্টেশন হয়ে ট্রেন চলে যেত পলাশস্থলী স্টেশন পর্যন্ত। ২৭ কিলোমিটার ছিল এই রেলপথ। সারাদিনে ৪টি ট্রেন চলতো। ১৯৫৩ সালে চালু হয়েছিল এই রেলপথ। যাত্রী ট্রেন না চললেও হজরতপুর পর্যন্ত আজও মালগাড়ি চলে। বড়রা গ্রামের পরের এলাকায় পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলতে তুলতে এই রেললাইনের তলায় মাটি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ২০০২ সালে এই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। ঝাড়খণ্ড সরকারও এই রেলপথ চালু করার দাবি জানিয়েছে কিন্তু লাইনের বিপজ্জনক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালে বন্ধ থাকা এই রেলপথের রেললাইন চুরি করার অভিযোগে শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের জেরা করে কৈথির ঝোপজঙ্গল থেকে রেললাইনের ৩০টি টুকরো উদ্ধার করা হয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আসানসোল ডিভিশনের তৎকালীন ডিআরএম পারমানন্দ শর্মা ধানবাদের মুখ্য খনি উপদেষ্টা এবং আসানসোল বিভাগের অন্যান্য শাখা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পরিদর্শন করেছিলেন। ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবিতে একাধিকবার রেলমন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবারের নির্বাচনে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, হজরতপুরের পর থেকে কয়লা তোলার জন্য রেললাইনের নীচের অংশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে নিরাপত্তার কারণে ট্রেন বন্ধ আছে। রেল দপ্তর চেষ্টা করছে ভবিষ্যতে ট্রেন চালু করতে। ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আসানসোলের একটি বেসরকারি লজে বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের নিয়ে

পূর্ব রেলের করা বৈঠকে পূর্ব রেলের জিএম এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএমের উপস্থিতিতে দুমকা লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ নলিন সোরেন অন্ডাল– পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা বলেন, 'ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে বীরভূম তথা পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ। ভারতীয় রেল যেভাবে নতুন নতুন রেললাইন নতুন ট্রেন চালু করছে ঠিক তেমনি এই রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবি নিয়ে সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে রেল মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হব।

এবার পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে : তমোনাথ

কুনাল মালিক, মহেশতলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা বিধানসভায় এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে তমোনাথ ভৌমিককে। যার ডাকনাম টিটা। ২১ মার্চ সকালবেলা ডাকঘরের কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করে দিলেন। তিনি জানান, প্রচারে বেরিয়ে মানুষের প্রবল সমর্থন পাচ্ছি। মানুষের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছি পরিবর্তন এবার হবেই। কারণ দীর্ঘদিন ধরে মহেশতলার জনগণ নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রথমত, মহেশতলা এলাকায় মূল সমস্যা হচ্ছে নিকাশি ব্যবস্থা। অধিকাংশ ওয়ার্ড বছরের মধ্যে ৮ মাস জলমগ্ন থাকে। পানীয় জলের সমস্যাও প্রকট যদিও প্রধানমন্ত্রীর ঘর ঘর জল মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে কিছুটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। তাছাড়া মহেশতলা পুরসভার টাকায় নির্মিত হওয়ার পরও তৃণমূলের বিধায়ক দুলাল দাস থাকাকালীন কস্তুরী দাস মেমোরিয়াল হসপিটাল এবং মাতৃসদন বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। যার ফলে মহেশতলার জনগণের কোন শারীরিক সমস্যা হলে টাকার বিনিময়ে তাদের চিকিৎসা করাতে হয়। এই পরিস্থিতি হবার কথা ছিল না। সন্তোষপুর মোল্লার গেট এলাকায় অনেক গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে যাদের

কোন বৈধ অনুমতি নেই। একতলার গোডাউনকে যে যেমন পারে ভাবে বাড়িয়ে দু তিন তলা করে নিয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে প্রশাসনকে এখন থেকেই সজাগ হতে হবে। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, মহেশতলা এলাকায় সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ। সকলকে বোঝাতে না পারলেও অনেক সংখ্যালঘু মানুষও এখন বুঝতে পেরেছেন শাসক তৃণমূল তাদের কিভাবে নানা সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট বাক্স অটুট রেখেছে। অনেক সংখ্যালঘু মানুষও এবারে আমাদের সমর্থন করছে। তাছাড়া এসআইআরের পর অনেক অবৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তৃণমূলের যিনি প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান বিধায়কের পুত্র শুভাশিস দাস সে নিয়ে প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেসীদের মনে অনেক সংশয় ও প্রশ্ন আছে। পরিবার তান্ত্রিক রাজনীতিকে অনেক তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষজনও পছন্দ করছেন না। অনেকেই আমার সঙ্গে তলে তলে যোগাযোগ রাখছে। প্রসঙ্গত, এই তমোনাথ ভৌমিক ২০০৯ সালে সিপিএমের যখন বোর্ড ছিল তখন তিনি তৃণমূল কংগ্রেস করতেন এবং তৎকালীন চেয়ারম্যান কালী ভাণ্ডারীকে প্রায় ২৬০০ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। ২০২১ সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তমোনাথবাবুর কথায়, ২০১১ সালে আমি পরিবর্তনের ঝড় উপলব্ধি করেছিলাম, আর এই ২০২৬ সালে সেই পরিবর্তনের ঝড় এখন দ্বিগুণ হয়েছে। তাই আমার বিশ্বাস এবার মহেশতলা সহ সারা রাজ্যেই পরিবর্তন হতে চলেছে।

মহেশতলা বিধানসভার বিজেপির কনভেনার অসিত বাগ জানালেন, মহেশতলা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়েছে। গত ১৫ বছর ধরে সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ শাসক তৃণমূল মহেশতলার উন্নয়ন করতে। তাই এবার পরিবর্তন অবশ্যই হবে মহেশতলায়। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ জানালেন, বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে মানুষের যেভাবে সাড়া পাচ্ছি তা দেখে আনন্দিত। যদি শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন হয় তাহলে এবার মহেশতলায় পদ্মফুল ফুটবেই।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিবেকানন্দ এ্যাম্বুলেন্স ডিভিসণের বার্ষিক সম্মেলন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী"৭৬ মির্ণাভা রঙ্গমঞ্চে উত্তর কলিকাতার বিবেকানন্দ এ্যাম্বুলেন্স ডিভিসনের ২৩ তম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয়কুমারভোঁষ ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন শ্রী চন্দ্র শেখর রায়। এই সম্মেলন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে কবি নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় শ্রীপিনাকী চট্টোপাধ্যায় ও ময়ুর নৃত্য পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী কুমারী শিল্পী ঘোষ রায়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের শেষে ঐ সংস্থার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রী দুলেন্দু ভৌমিকের ''গুপ্ত বিদ্যা'' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের মধ্যে বিশেষ করে বিমল চন্দ্র ও প্রকাশ কুমার লাহার অভিনয় প্রসংসার দাবী রাখে। অন্যান্তদের অভিনয় চলনসই। নাটকটি পরি–চালনা করেন শ্রী অসিত ঘোষ রায়।

১০ম বর্ষ, ২৭ মার্চ ১৯৭৬, শনিবার, ১৬ সংখ্যা

৫ এপ্রিল মুচিসায় অভিষেকের জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভায় ইতিমধ্যেই সব রাজনৈতিক দল প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়াই করছেন সোমাশ্রী বেতাল। সিপিএম প্রার্থী করেছে গৌতম পালকে এবং বিজেপি অগ্নিশ্বর নস্করকে ও এসইউসিআই উত্তম পালকে। তবে এখানে লড়াই হবে মূলত তৃণমূল বনাম বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী সোমাশ্রী বেতাল ইতিমধ্যেই সাতগাছিয়া বিধানসভা জুড়ে প্রচারের ঝড় তুলে দিয়েছেন। ২০১৮ সালে তিনি বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে পুরো ব্লক আমার হাতের তালুর মতো চেনা। তারপরে বর্তমানে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে

এই ব্লক সহ গোটা জেলা জুড়েই নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছি। আমার দলের রাজনৈতিক অভিভাবক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আমার উপরে আস্থা রেখেছেন তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের ১১ টা অঞ্চল এবং বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ৭টি অঞ্চলে আমাদের প্রচার চলছে। প্রচুর মানুষের সাড়া পাচ্ছি বিশেষ করে মহিলাদের। সারা বছর ধরেই নানা উন্নয়ন চলছে আমাদের বিধানসভা জুড়ে। রাস্তাঘাট, বাবা বড় কাছারির সৌন্দর্যায়ন, মাজার সংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পরিবহন সমস্যার সমাধান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ নানা মানবিক পরিষেবা আমাদের সরকার দিয়েছে। লক্ষী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথী, বর্তমানে যুবসাথীর মতো প্রকল্প চালু হয়ে গিয়েছে। আগামীদিনে আরও উন্নয়ন হবে সাতগাছিয়া বিধানসভা জুড়ে। জয়ের ব্যাপারে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত এবং এ কথাও বলতে পারি আগামী দিনে সাতগাছিয়ার জনগণ নিরাশ হবে না।' সোমাশ্রী বেতাল আরো জানান, 'আগামী ৫ এপ্রিল মুঁচিশা ফুটবল মাঠে বিশাল জনসভার আয়োজন হচ্ছে যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। সেই সভায় হাজার হাজার মানুষ যোগ দেবেন। আমিও সকলকে সেই ঐতিহাসিক জনসভায় সাতগাছিয়ার জনগণকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

তৃণমূলে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ২৬ মার্চ সকালে সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্র এলাকায় তৃণমূলে ব্যাপক ভাঙ্গন ধরায় বিজেপি। সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের সাঁইথিয়া পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড থেকে প্রায় ১০–১৫টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেয় বীরভূম জেলা সভাপতি উদয়শংকর ব্যানার্জি এবং সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা। মহম্মদবাজারের অনিবার্ন সাহা তৃনমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। তার হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেয় বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী। অনিবার্ন সাহা বলে, 'আমি প্রথম থেকেই বিজেপি করতাম। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পর আমার ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা এবং পোলিও আক্রান্ত দাদার উপর অত্যাচার করে তৃণমূল। তাই বিজেতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।'

বলাগড়ে নতুন পুলিশ সুপার

সুব্রত মণ্ডল, হুগলি : হুগলী গ্রামীণ জেলা পুলিশের বলাগড় থানায় পরিদর্শনে এলেন নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। ২২ মার্চ বিকেলে তিনি বলাগড় থানায় পৌঁছে প্রথমেই জাতীয়

পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর থানায় উপস্থিত উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি(ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, সিআই মগরা রাজকিরণ মুখার্জী এবং বলাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সোমদেব পাত্র। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর বাইরে এসে নতুন পুলিশ সুপার জানান : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত করতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, প্রতিটি থানার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল প্রার্থী, প্রশ্নে উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : সিউড়ি ১ নং ব্লকের ভালুকা এবং দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামের পর গোহালিয়াড়া অঞ্চলের গৌরগঞ্জ গ্রামে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লো সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। ২৪ মার্চ সকালে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জি বক্রেশ্বর মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর প্রচার শুরু করে। গোহালিয়াড়া অঞ্চলের গৌরগঞ্জ

গ্রামে প্রচারে গেলে উন্নয়নের অভাব, আবাস যোজনা ও পানীয় জলের সমস্যার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পানীয় জলের দাবি জানায় গ্রামের মহিলারা। তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জি বলে, আমি জানতাম না এতোটা জলের কষ্ট। প্রথমবার বিধানসভা ভোটে দাঁড়িয়েছি। পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবো। বিধানসভা ভোটে জিতে বিধায়ক হয়ে এলে সমস্যার সমাধান অবশ্যই করবো। ২৩ মার্চ সকালে ঢাক ঢোল বাজিয়ে বেলুন দিয়ে সাজিয়ে চিনপাই তৃণমূল কার্যালয় থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। কিছুদূর এগোতেই তাল কাটে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার। ছোটোকালীতলার কাছে এক গৃহবধূ অভিযোগ করে বলে, নোংরা ফেলার জায়গা নেই, পানীয় জল নেই, সরকারি প্রকল্পের বঞ্চনা নিয়ে সরব হয় একাধিক গ্রামবাসীরা। ফলে স্বভাবতই বিব্রত অবস্থায় পড়ে চিনপাই তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জি বলেন, ভোটের সময় তাই এখন কিছু বলছি না। সন্ধ্যায় জনসংযোগের মাধ্যমে চিনপাই গ্রামে প্রচার সারে সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান। সিউড়ি ১নং ব্লকের তসরকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিউর রহমান। তৃণমূল প্রার্থী ক্ষোভের মুখে পড়া প্রসঙ্গে সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান বলেন, ক্ষোভ দেখানোই স্বাভাবিক। একটা সরকারের প্রতিশ্রুতি দিতেই ১৫ বছর লেগে গেল তাহলে সেইগুলো পূরণ করতে কত সময় লাগবে তা জানানো হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে চিনপাই গ্রামে পানীয় জল সমস্যা নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েছিল শতাব্দী রায়।

বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে হার তৃণমূল লিগ্যাল সেলের

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : রামপুরহাট মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে এ বছর চিত্র বেশ নাটকীয়। ২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মোট ১২টি আসনে ২৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মূল লড়াই হয় তৃণমূল লিগ্যাল সেল ও আইনজীবীদের বিরোধী জোটের মধ্যে। ফলাফলে দেখা যায়, তৃণমূল লিগ্যাল সেল প্রেসিডেন্ট পদ দখল করতে সক্ষম হলেও গুরুত্বপূর্ণ সেক্রেটারি পদ ছিনিয়ে নেয় বিরোধী জোট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তৃণমূল লিগ্যাল সেলের এবং সেক্রেটারি হন বিরোধী জোটের রাহুল আলাম। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও জয় পায় বিরোধী জোটের প্রার্থী সৌমেন ব্যানার্জি। অন্যদিকে, তৃণমূল লিগ্যাল সেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ট্রেজারার পদে জয়লাভ করে—এই দুই পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে জাহিদ রায়হান(বান্টি) এবং আসিফ ইকবাল।

সামগ্রিক ফলাফলে ১২টি আসনের মধ্যে ৬টি আসনে জয় পেয়েছে বিরোধী জোট, যার মধ্যে সেক্রেটারি–সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ রয়েছে। অপরদিকে তৃণমূল লিগ্যাল সেল ও ৬টি আসনে জয়লাভ করেছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সিকিউটিভ বডির ৭টি আসনের মধ্যে বিরোধী জোট ৪টি এবং তৃণমূল লিগ্যাল সেল ৩টি আসন দখল করে। ফলে স্পষ্ট যে, এবারের নির্বাচনে কোনও পক্ষ একতরফা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। বরং বার অ্যাসোসিয়েশনে শক্তির ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। এই ফলাফল আইনজীবী মহলে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন অনেকে।

জাল শংসাপত্র! পুলিশের জালে যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : গ্রামীণ ডাকসেবকের পরীক্ষার জন্য জাল শংসাপত্র দিতে গিয়ে বারুইপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। ধৃতের নাম সুশান্ত দাস। তার বাড়ি কোচবিহারের মেখালিগঞ্জ থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক স্নাতক বলে দাবি করেছে। কাগজে গ্রামীণ ডাকসেবকের পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেখে বারুইপুর মুখ্য ডাকঘরে এসেছিল। তথ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় জাল শংসাপত্র নিয়ে সে এসেছে। ওই যুবক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে ঝাড়খণ্ডের এক আইনজীবীর কাছ থেকে ওই শংসাপত্র নিয়ে এসেছে। পুলিশ এই তথ্য খতিয়ে দেখছে। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু জাল শংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে। ধৃতকে ২৪ মার্চ বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : ২৪ মার্চ দুপুরে হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। অভিযোগ, কোনও ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে কিছু সময়ের জন্য এদিন দুপুরে আচমকা হাওড়া মেট্রো স্টেশন

থেকে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সমস্ত গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন এমনটা করা হল প্রথমে কিছুই ঘোষণা করা হয়নি। এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। অনেক যাত্রীই টিকিট কাউন্টারের সামনে ভীড় জমান। এর বেশ কিছুক্ষণ পরে হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয় নতুন করে কেউ যেন টিকিট না কাটেন। অন্যদিকে যাঁরা মেট্রো কার্ড ব্যবহার করেন তাঁরাও অনেকেই প্ল্যাটফর্মের দিকে পৌঁছোন। থিকথিকে ভিড় জমে যায়। দুপুর ১২টা ৩৯ মিনিটে ঘোষণা করা হয় একটি ট্রেন মহাকরণ ছেড়ে হাওড়া ময়দানের দিকে যাচ্ছে। সেটি ঘুরে 'আপ' হয়ে সেক্টর ফাইভের দিকে যাবে। অবশেষে ১২টা ৫৪ মিনিটে একটি ট্রেন ঢোকে হাওড়া মেট্রো স্টেশনে। কিন্তু তখন ফের মেট্রোর গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর জেরে নাকাল হন যাত্রীরা। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কেন ট্রেন বন্ধ হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ১২টা ৩৭ মিনিট থেকে গ্রীন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল বলেও তাদের দাবি।

মধ্য হাওড়ায় প্রচারে বাম প্রার্থী ইমতিয়াজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদ ২৩ মার্চ সকালের মধ্য হাওড়ার ২৪ নং ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন এলাকায় ভোটের প্রচার করেন। পায়ে হেঁটে অলিগলি ঘুরে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন তিনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। বাম প্রার্থীর প্রচারে এদিন বহু কর্মী–সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। জয়নারায়ণবাবু ও আনন্দ দত্ত লেন, ধরণীধর মল্লিক লেন, কালী কুন্ডু লেন, হেম চক্রবর্তী লেন সহ আরও বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে ভোটের প্রচার করেন ইমতিয়াজ আহমেদ।

শিবপুরে জমে উঠেছে অভিনেতা বনাম ডাক্তারের লড়াই

সুমন আদক, হাওড়া : ভোটে জমজমাট প্রচার ও প্রার্থীদের বাকযুদ্ধ। ২২ মার্চ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, আমি শিবপুরের ঘরের ছেলে। আমি এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রানাবাবু বালিকে ডুবিয়ে শিবপুরে প্রার্থী হতে এসেছেন। ওনার এলাকায় কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি উনি। যেটা নিয়ে খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের বালি কেন্দ্রের বর্তমান প্রার্থী ভোটারদের কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছেন। এটা আমার কথা নয় এটা বালির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর কথা। বালিকে ডুবিয়ে শিবপুর কেন্দ্রে এসেছেন রানাবাবু। মনোজ তিওয়ারিকে যেমন বিভিন্ন অভিযোগে দল এখানে টিকিট দেয়নি লুকিয়ে ফেলেছে, তেমনি বালিকে ডুবিয়ে আসা রানাবাবুকেও শিবপুরের মানুষ এবার প্রত্যাখ্যান করবেন। এর পাল্টা হিসেবে

শিবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জী বলেন, শিবপুরে আমাদের জনসমর্থন দেখে বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীলবাবু মনে হয় নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু

সবে এটা ট্রেলার। পিকচার এখনো বাকি আছে। বালিতে কোনও কাজ হয়নি এটা বালির জনগণ বলেনি। বিরোধীরা বলছে। কারণ ওদের হাতে কোনও ইস্যু নেই। শিবপুরে কি উন্নয়ন হবে সেটা আমরা জয়ের পরই করে দেখাব। রুদ্রনীলবাবুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না। শুধু এটুকু বলবো তৃণমূল কংগ্রেস সব আসনেই সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৮ মার্চ – ০৩ এপ্রিল, ২০২৬

ভোট রঙ্গে বঙ্গ

সেই দাদা ঠাকুর –এর সময় থেকেই ভোট প্রার্থী ও ভোটারদের রঙ্গ রসিকতার কাহিনী এ বাংলার ঐতিহ্য হয়ে গেছে। সময়ের নিয়মে ভোট এবং ভোট প্রচারের আঙ্গিক বদলে গেছে। বদলে গেছে ভোট প্রচার কৌশল। পাল্টায়নি 'ভোট ভিখারী' প্রার্থীদের ভোট পাওয়ার অসীম আকুতি যা কখনও কখনও বর্তমান সময়েও হাসির উদ্রেক করে। তখন রাজনৈতিকদলগুলির আই টি সেল ছিল না। এখন প্রযুক্তিকে পেশাগতভাবে কাজে লাগিয়ে প্রায় প্রতিটি দলই রাজনৈতিক রঙ্গব্যঙ্গ রসিকতায় ডুবে থাকে সমাজ মাধ্যমে। এবারের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে হিংসা, কড়াকড়ি, দলবদল ইত্যাদি ছাপিয়ে কিছু প্রার্থীর আকর্ষণীয় কাজ–কর্ম রাজ্যবাসীর চর্চায় চলে এসেছে। ভোট মানে যতই বিভীষিকা হোক এ বঙ্গে প্রার্থীদের 'নাটকীয় কাজকর্ম' এবারের ভোটে যেন একটু বেশীরকম। এমনিতেই নাটক–থিয়েটার–সিনেমা–সিরিয়ালের লোকজন অলিখিতভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ দখল করেছেন অনেকটাই। বিশেষ করে টলি পাড়া বেশি খ্যাত, কম খ্যাত মানুষজন জনপ্রতিনিধি হবার হক অনেকদিন আগেই নিয়ে নিয়েছেন। তাদের জনপ্রিয়তাকে ভোটযুদ্ধে ব্যবহার করার কৌশল চালু হয়েছে এ বাংলায়। নিন্দুকেরা বলেন, এ 'সংস্কৃতি' নাকি দক্ষিণ ভারত থেকে আমদানি করা। জয়ললিতা, রাম চন্দ্রণ, রজনীকান্ত প্রমুখ রূপালী পর্দার শিল্পীরা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চেও সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

সিনেমা পরিচালক, অভিনেতা–অভিনেত্রীদের আচার–আচরণ সম্পর্কে জনগণ অবহিত। কিন্তু এবারের ভোটে কোন প্রার্থী ভোটারের দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছেন। কেউ বা গেরস্থের হেঁসেলে গিয়ে রান্নায় সাহায্য করছেন। কেউ বা ক্ষেতে কিংবা রাস্তা পরিস্কার করছেন। কেউ নাচছেন এবং নাচাচ্ছেন। কেউ রান্নাঘরে মোচা ছাড়িয়ে ভোটারের উপকার করছেন এবং আরো কত কী অভিনব কাণ্ডকারখানা এবং সবটাই সমর্থক ভক্তদের নিয়ে ক্যামেরার সামনে।

এরপর রাজনৈতিক তারকারা কিছুদিনের মধ্যেই দাপিয়ে বেড়াতেন। ইতিমধ্যে আয়োজন প্রায় শেষের পথে। সেইসব তারকা প্রচার করা যখন মঞ্চ কাঁপিয়ে নির্বাচনী প্রচার করবেন তখন আমুদে বঙ্গবাসী অবশ্যই মনে মনে অনেক স্মৃতি, অনেক কথা ভাববে। তবে ইতিহাস বলছে, সভাতে ভীড় বেশী হওয়ার অর্থ সবসময় ভোটের অঙ্ক বাড়বে এমনটা নয়। ভোটের দিনের নানা কৌশলী তৎপরতা দলগুলির কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একসময় যখন সমাজমাধ্যম ছিল না তখন বিভিন্ন দেওয়াল জুড়ে ভোট যুদ্ধের ছড়া ও কার্টুন আকর্ষণীয় ছিল। তাতে থাকত শিল্পকলা রুচিবোধ।সেসব অনেকটাই হারিয়ে গেছে অসৌজন্যের আঁধারে। উগ্র সাম্প্রদায়িক কথাবার্তায় কোনও কোনও দল ঘৃণার পরিমণ্ডল তৈরী করলেও হবু বিধায়কদের আকর্ষণীয় মনমোহিনী কর্মকাণ্ড নজর কাড়ছে। আগামীদিনে যদি ছোট বড় সব নির্বাচনে এই ধারা বজায় থাকে তাহলে তা সারা ভারতের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ভোট জয়ের আনন্দ ও পরাজিত প্রার্থীর নিরানন্দের পরেও যাতে এই সহনাগরিকদের প্রতি সহমর্মিতা বজায় থাকে তাহলে অল্প হলেও বাংলার ভাগ্যাকাশে নতুনদিনের সূচনা হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

রাম বললেন, প্রভো! ব্রহ্ম হতে জীবগণ কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে? তাদের সংখ্যাই বা কত, তা আপনি আমায় বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, হে অনঘ। ব্রহ্মময় চিতিশক্তি নিজেকেই ভাবী শরীররূপে কল্পনা ক"রে দৃশ্যে স্ফুরিত হন। ঐ দৃশ্যই অহংভাবের প্রথম আশ্রয়, সেই অহংভাব ঘনীভূত হয়ে সঙ্কল্পপ্রভাবে মন ও জীবরূপ উপাধি ধারণ করে। মন অর্থাৎ মননশক্তির অদ্ভুত কার্য্যরূপে আকাশকুসুমের মত জগৎ বিস্তৃত হয়। তখন মন ব্রহ্মসত্তা ত্যাগ ক"রে অবস্থান করে। সপ্রকাশ সেই চিৎস্বরূপ শূন্যরূপে অবস্থান করলে, সেই শূন্যাবস্থাকে আকাশ বলে। সেই আকাশই পদ্মযোনি ব্রহ্মার কল্পনায় প্রথমে পদ্মযোনির আকার, পরে সশরীর ব্রহ্মারূপে পরিণত হন। ব্রহ্মা অর্থাৎ সমষ্টি মন জগৎ কল্পনা করেন। রাম! এই ভাবেই কল্পনাপ্রভাবে অনন্ত প্রাণিসম্বলিত চৌদ্দ ভূবন নিয়ে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। বহিঃমনন বা কল্পনাকে চিত্ত বলে, তা আমি পূর্বেই বলেছি। সুতরাং এই সৃষ্টিসমূহ যেহেতু চিত্তজাত বা চিত্তময়ী, তাই সমস্ত সৃষ্টিকে শূন্যও বলা যায়। সেইজন্যই সৃষ্টিকে ভ্রান্তি ছাড়া আর কি বলা যায়? আকাশও যেহেতু সঙ্কল্পময়ী সৃষ্টির মূর্তি, তাই সেই আকাশকে অসত্য বলা যায়। চতুর্দশ ভূবনে অসংখ্য প্রাণী মোহান্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের মধ্যে কিছু প্রাণী জ্ঞানার্জনে রত রয়েছে, কেউ জ্ঞানপথে অগ্রসর হয়েও প্রতিবন্ধকতার কারণে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, সামান্য কয়েকজন আবার জ্ঞান লাভ ক"রে ব্রহ্মলীন হচ্ছেন। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই জ্ঞান–উপদেশের পাত্র। ক্রমান্বয়ে আমি সত্ত্ব–রজঃগুণময় মনুষ্য, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের জীবাকার ধারণ, নিশ্চল আত্মতত্ত্বের একদেশ ও চঞ্চল জীবভাবের ঘনীভূত হওয়া সম্পর্কে বলব। রাম বললেন,–হে জ্ঞানীপ্রবর! আত্মতত্ত্বের একদেশ কাকে বলে, তার বিকার অর্থাৎ পরিণাম ও দ্বৈতভাবই বা কেমন? বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! স্থূলভাবে বলা হয় যে, ব্রহ্ম হলেন জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। কিন্তু এই কথা সত্য নয়, তা শুধু শাস্ত্র–উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়। বিকার, আকার, সত্তা, দিক্, একদেশ ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব হতে উদ্ভূত হয়েছে, এই কথাও নবীন শিক্ষার্থীকে শাস্ত্র উপদেশের উদ্দেশ্যে বলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তা সত্য নয়। কারণ আত্মায় ঐ বিষয়সমূহ থাকে না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু আত্মতত্ত্বে নেই। জনক এবং জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনার্থে সৃষ্টি সবই ব্রহ্ম, যেমন দাহিকাশক্তি ও অগ্নি অভিন্ন। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

আলোকপাত

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

এরা কারা

নির্বাচন কমিশন বলছে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩২ লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের বিচার সম্পূর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে নাকি বাদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ১৩ হাজার। এখন প্রশ্ন, এরা কারা? এতদিন ধরে বাংলার সম্পদে ভাগ বসিয়েছে যারা তাদের মধ্যে যারা ট্রাইবুনালে যাবে না তাদের ভবিষ্যৎ কি? বিচারের পর প্রকাশ হয়েছে সেই তালিকা। সত্যি কি এবার ভূত ধরা যাবে, নাকি সবই আসলে ভেলকিবাজি। তবে এবার আসল পরীক্ষা ইআরওদের। কি করে এদের নাম উঠেছিল তার কৈফিয়ত দিলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এর সঙ্গে কি শেষ হবে বাংলার এতদিনের ঐতিহ্য ছাপ্পা ভোট"।

ঘুমকাতুরে

কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ডাক্তার আছে, রোগী আছে, তাদের জন্য ভবন আছে, সেই ভবনে লিফট আছে, লিফটে লিফটম্যানের বসার টুল আছে। কিন্তু........, কি মনে হচ্ছে? বলবো লিফট নেই? মোটেই না, লিফটম্যান আছে কিন্তু তিনি অদৃশ্য। মনে পড়ে, সেই ইংরাজি ছবিটা, ইনভিসিবল ম্যান যিনি আছেন কিন্তু তাকে দেখা যায় না। এখানে অবশ্য তিনি হাসপাতালে আসেন, খাতায় সই করেন, তারপর উধাও হয়ে জান। শোনা গেছে তিনি নাকি বাড়ী গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাতে কি! তার জন্য কি মাইনে বন্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ। ইনি নাহয় একটু ঘুমকাতুরে। সুপার তথা এমএসভিপি তিনি যে জেগে ঘুমোচ্ছেন, তার বেলা!

অধ্যাবসায়

ধন্য জ্ঞানেশ কুমার ধন্য। এত গাল–মন্দ, তিরস্কার–কটাক্ষের পরেও হাল ছাড়েন নি। শুধু প্রশাসনের খোলনলচে বদলেই থেমে ৎসকেন নি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ নির্বাচন পরিচালক অফিসারদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে ছাপ্পা ভোট আটকাবার। আপনাকে সরাবার জন্য সংসদে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আসার পরেও বাংলায় শান্তিপূর্ণ ভোট করাবার আপনার এই প্রচেষ্টা বাংলার মানুষ মনে রাখবে বহুদিন। মনে করিয়ে দিচ্ছেন টি এন শেষণের কথা, তিনিও এমনই রাজনীতিকদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। ধন্য আপনার অধ্যাবসায়।

বোধদয়

মানব সভ্যতার বয়স যত বাড়ছে তত বাড়ছে বিপর্যয়ের প্রবণতা। আসলে মানব সভ্যতাই ডেকে আনছে বিপর্যয়ের বিপদ। একদিকে বিরূপ হচ্ছে প্রকৃতি আর অন্যদিকে মানুষের লালসা সৃষ্টি করছে যুদ্ধের বিপর্যয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বিপর্যয় মোকাবিলা। বিপর্যয়ের বাছবিচার নেই। শিশু থেকে বয়স্ক কেউই বাদ যায় না এর ছোবল থেকে। তাই ছোট বেলা থেকেই শেখা দরকার মোকাবিলার কৌশল। বিদেশে স্কুল স্তরেই শেখানো হয় বিপর্যয় মোকাবিলার কায়দা কানুন। অবশেষে বোধোদয় হল ভারতের। প্রধানমন্ত্রী জানালেন ভারতের স্কুলে বিপর্যয় মোকাবিলার পাঠ চালু করার চিন্তাভাবনা চলছে।

দেশ দেশান্তরে

যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত

ডনবাস ছাড়লে নিরাপত্তা গ্যারান্টি : জেলেনস্কি

ঋজু দাস

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল ডনবাস অঞ্চল রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দিলে তবেই শান্তি চুক্তির অংশ হিসেবে নিরাপত্তা গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র—এমনই দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি জানান, এই শর্ত ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হতে পারে।

জেলেনস্কির বক্তব্য অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত যুদ্ধের অবসান চাইছেন এবং সেই লক্ষ্যেই ইউক্রেনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতও ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলছে।

চলতি বছরে আবুধাবি ও জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দফা উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। তবে এখনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনির্ধারিত রয়ে গেছে। প্রথমত, ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে অর্থায়ন কে করবে, এবং দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে রাশিয়া পুনরায় আক্রমণ করলে মিত্ররা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ডনবাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকে তার যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখছেন। যদিও গত ২ বছরে রাশিয়ার অগ্রগতি ধীর, সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে পুরো অঞ্চল দখল করতে দীর্ঘ সময় ও বিপুল জনবল প্রয়োজন।

জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেন, ডনবাস থেকে সরে গেলে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ইউরোপের নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তিনি আরও জানান, রাশিয়া আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনায় আগ্রহ হারাবে, যদিও এ ঝুঁকি তিনি উড়িয়ে দেননি। এদিকে, ইউক্রেন নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎপাদনে অগ্রগতি করছে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত থাকায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বর্ধমান–দুর্গাপুর ও আসানসোল: ট্যুইন শিল্পশহরের রূপকথায় ভোট

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল।
এবার একবিংশ ও শেষ কিস্তি...

শোনো তোমাদের রূপকথার গল্পকথা বলি। রাজনৈতিক রূপকথার গল্প গো। একেবারে খাঁটি রাজনীতির কড়া পাকের ঘিয়ে ভাজা মুচমুচে রূপকথা বলে কথা। প্রসঙ্গ যখন বর্ধমান দুর্গাপুর এবং আসানসোল লোকসভা অন্তর্নিহিত বিধানসভার চোদ্দটি বিধানসভা আসনের পর্যালোচনা তখন যে ওই রূপকথার ঠাকুমার ঝুলি না খুললেই নয়। এ যে অতীত ও বর্তমানের ককটেল পাঞ্চের হরিদাসের বুলবুল ভাজা, টাটকা তাজা খেতে মজার মতো রিয়েলি মাস্ত ক্রাঞ্চি। যথেষ্ট ডেলিসিয়াসও আবার।

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা অঞ্চলের দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন এক গ্রাম। নাম যে তার করঙ্গপাড়া"। বর্তমানে গ্রামটি শুধু নামেই গ্রাম। ইয়াব্বড় পাকা পাকা দালান যেন করঙ্গপাড়ার জৌলুসকে বেশ চিকনাই করে তুলেছে বিগত কয়েক দশক যাবৎ। তবে সেখানকার অন্তজ পাড়াগুলিতে এখনও কিছু কিছু গ্রামীণ আদলের বাড়ি যে দেখা যায় না এমনটা নয়।

সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারা যথেষ্ট শিক্ষিত। একইসঙ্গে বনেদি বড়লোক। কয়েকজন আবার সফল ব্যবসায়ীও।

এমনই এক গ্রামের অধিবাসীরা কিন্তু যথেষ্ট মাত্রায় রাজনৈতিক সচেতন। একেবারে আপাদমস্তক। শুধুই কি তাই? ওই গ্রামে রয়েছে বিজেপি সমর্থক। কংগ্রেস কর্মী। সিপিএম নেতা। তৃণমূল সমর্থক। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে এই গ্রাম্য জনপদে দেখা মিলবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ"খানেক গুণগ্রাহীদের। অনায়াস লব্ধ সন্ধানে। এখানকার অলিগলিতে হাঁটলে স্বল্প চেষ্টাতেই পেয়ে যাবেন স্থানীয় বিধায়কের বাড়ি। এলাকার কাউন্সিলরের ভবন।

কিন্তু মজার ঘটনা কি জানেন, এই গ্রামে আজ অবধি রাজনীতি একছটাকও প্রবেশ করতে পারেনি। সমগ্র রাজ্যের মধ্যে করঙ্গপাড়া এমন একটি গ্রাম যেখানে বাস্তবেই রাজনীতি হলো অস্পৃশ্য। মানেটা কিরকম? এখানকার মানুষেরা রাজনৈতিক সচেতন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা থাকেন। বিধায়ক, কাউন্সিলর বসবাস করছেন। আবার এই গ্রামে নাকি রাজনীতি এযাবৎকালে কখনও প্রবেশই করতে পারেনি। এতো অবাক করা দ্বিচারিতা কথা।

আরে না না। একদম দ্বিচারিতা নয়। সত্যি একেবারে প্রথম থেকে বলতে স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকে আজ অবধি এই গ্রামে রাজনীতি একেবারে একশো শতাংশ নিষিদ্ধ। এখানে প্রায় সব দলের অনুগামীরা বসবাস করলেও তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচি কিন্তু করঙ্গপাড়ার সীমানার বাইরে সম্পন্ন করতে হয়। এখানে কোনও মিটিং মিছিল করাই যাবে না যে। পথসভাও করা যাবে না এখানে। এটাই এই এলাকার চিরকালীন দস্তুর। রাজনৈতিক দেওয়াল লিখন বা দলগত পতাকা টাঙানোও এখানে অ্যালাউ করা হয় না কোনও অছিলায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা একযোগে বলে থাকেন, আমরা যে যার রাজনীতিটা গ্রামের বাইরে গিয়ে করি। আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতান্তর রয়েছে অনেকের মধ্যে। সেই ভিন্নতাকে শান দিই গ্রামের ত্রিসীমানার মধ্যে থেকে নয় কিন্তু। গ্রামের মধ্যে আমরা কেউ সিপিএম, টিএসসি, কংগ্রেস বা বিজেপি করি না। এই গ্রাম্য মাটির উপরে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র আমরা এখানে করঙ্গপাড়াবাসী হিসেবে পরিচিত হয়ে গর্ব বোধ করি।

দুর্গাপুর রেল স্টেশন থেকে খানিক হাঁটা পথে এগোলেই করঙ্গপাড়া গ্রাম নজরে পড়বে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এখানকার বাসিন্দাদের কড়া সিদ্ধান্ত, এই গ্রামীণ সীমানার মধ্যেই কোনও ভাবেই একচুল পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বরদাস্ত করা হবে না। তাঁদের একান্ত বিশ্বাস, রাজনীতির মতাদর্শ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। না থাকবে বাঁশ না বাজবে বাঁশি ফর্মুলায় তাই না থাকবে পলিটিক্স না বিভাজনে গ্রামবাসীরা। এটাই যে অভিনব করঙ্গপাড়ার স্বতন্ত্র নিজস্ব ঐতিহ্য।

আরও এক অভিনব রাজনৈতিক ইতিকথা রয়ে গেছে জার্মানির রূঢ় শহরের অনুরূপ এই দুর্গাপুরেই। ইদানীং কালে কি কোথাও শুনতে পাওয়া যায় এই বাংলায়, কোনও প্রাক্তন সাংসদ অর্থের অভাবে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। হ্যাঁ এমন ঘটনারও সাক্ষী দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী। যেখানে একদা থাকতেন ভগবান দাস। তিনি পূর্বতন দুর্গাপুর লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত প্রাক্তন সাংসদ। যিনি সিপিএম পার্টির ভোট প্রার্থী হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে। তিনি সাংসদ ছিলেন ১৯৭১ পর্যন্ত। দুর্গাপুর স্টেশন বাজারের এক জীর্ণ বাড়ির দোতলায় থাকতেন। ছোট্ট ভাঙাচোরা কুঠুরিতে। ঘরের ভাড়াও দিতে পারতেন না। সিপিএম তখন রাজ্য শাসকের মধ্যগগনে। তবু তিনি প্রবল অর্থাভাবে অধিকাংশ দিন না খেয়ে থাকতেন। অথচ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের একেবারে প্রথম দিকে সিপিএম পার্টিটাকে হাতে গোনা যে কজন সেখানে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্থপতি ছিলেন এই ভগবান দাস। অথচ সুসময়ের সিপিএম তাঁকে কখনও মনে রাখেনি। এমনকি জীবন চালানোর তাগিদে তাঁকে আনেকটা সময় ভিক্ষাও চাইতে হয়েছিল কখনও কখনও, কারও কারও কাছে। সাংসদ হিসেবে পেনশন থেকেও অজানা কারণে তিনি বঞ্চিত ছিলেন বহুকাল। জীবিতাবস্থায় একদা তিনি বলেছিলেন, সিপিএমের কলকাঠি নাড়ানোর কারণেই তাঁর প্রাপ্য পেনশন পার্লামেন্টের বদান্যতায় আটকে ছিল। অবশেষে দীর্ঘ চার দশকের টানা বঞ্চনার পর পেনশন পেয়েছিলেন, কিন্তু বড় অভিমানে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই ধরাধাম ছেড়ে চলে যান পরলোকে। এরই সঙ্গে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গিয়েছিল অকৃতজ্ঞ সিপিএমের নিজস্ব চরিত্র ধারা বিবরণীর।

ভারতের শিল্প মানচিত্রে একদা অন্যতম ট্যুইন সিটি হিসেবে পরিচিত ছিল দুর্গাপুর ও আসানসোল। এখানে বিবিধ বৃহদাকার ইস্পাত কারখানা যেমন রয়ে গেছে, তেমন এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থেকে গেছে কয়লার অজস্র খনি। আসানসোলেও রয়ে গেছে ইস্কো ইস্পাত কারখানা। এরও এক রূপকথার গল্প আছে। ১৮৭০ সালে প্রথমে ৮৭২ একর জমির উপর কারখানা স্থাপন হয়েছিল এক ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীর হাত ধরে। ১৯১৮ সালে এটি কিনে নেন তদানীন্তন বাংলার শিল্পপতি বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৭২ সালে ইস্কো কারখানাটি জাতীয়করণ হলেও বন্ধ হয়ে যায় ২০০৩ সালের ৩১ মার্চ। এরপরেই শুরু কারখানা পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। শান্তির পথে অথচ নাছোড় মনস্কে। সিটু, আইএনটিইউসি ও এআইটিইউসি সহ সমস্ত স্থানীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়নকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে তৈরি করা একটি অরাজনৈতিক জয়েন্ট ফোরাম। নাম দেওয়া হলো, ইস্কো বাঁচাও কমিটি। কনভেনার হলেন সর্বজনগ্রাহ্য বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শুরু করলেন এক অভিনব আন্দোলন। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে জেদে। মূলতঃ তাঁরই সাংগঠনিক দক্ষতার জেরে কেন্দ্রীয় সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২০০৭ সালে তখনকার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের নির্দেশে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান কারখানাটিকে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেন। নতুন করে তখন শুরু হলো ওই বন্ধ হওয়া কারখানার আধুনিকীকরণ। যার চিমনি থেকে এখনও কিন্তু ধোঁয়া নির্গত হয়েই চলেছে। সরকারি মালিকানাধীন বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা পুনরায় চালু হয়েছে, ফের সচল হয়ে রয়েছে, এই রাজ্যের মধ্যে এমন বিরলতম সাফল্যের ঘটনাটি কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছিল চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমবেত সাংগঠনিক মুন্সীয়ানার জেরে। এমন শিল্প ভিত্তিক অবাক করা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে প্রকৃতই দুর্লভ।

সময় অনেক গড়িয়ে গেলেও এই ট্যুইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে এই সমস্ত ইতিকথা স্থানীয় ভোটারেরা এখনও তাঁদের মন থেকে মুছে ফেলেননি। এসব স্মৃতি কিন্তু আজও তাঁদের মনেপ্রাণে জ্বলজ্বল করছে। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে সাম্প্রতিক ইস্যুগুলো নিয়ে যেমন এখনও ভাবিত, তেমন তাঁরা একইসঙ্গে কিন্তু মনের ভিতরে থাকা এ হেন ঘটনাবলী একটু ঝালিয়ে নিয়ে তবেই ইভিএমের বোতাম টেপেন।

দুর্গাপুর শিল্পশহর গড়ে ওঠার পর দুর্গাপুর লোকসভার অধীনে এখানে প্রথম ভোট হয় ১৯৬২ সালে। সেবার জেতে কংগ্রেস। তারপর এখানকার আসনের নব পর্যায়ের সীমানা নির্ধারণ করে ২০০৯ সালে। দেশের নির্বাচন কমিশন এটিকে রূপ দেয় বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্র হিসেবে। সেই ১৯৬৭ সাল। ওই সময় থেকে ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা ১২বার এখান থেকে সিপিএম তাদের জয় সুনিশ্চিত করেছিল। ২০১৪ সহ ২০২৪ সালে তৃণমূল এখানে জয়ের স্বাদ পায়। বিজেপি এখানে লোকসভা ভোট জিতে নেয় ২০১৯ সালে।

২০২৪ সালে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা এলাকায় সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮,৫১,৭৮০ জন। তারমধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৭,২০,৬৬৭ বা ৪৭.৯৯% ভোট। আর বিজেপির পক্ষে যায় ৫,৮২,৬৮৬ বা ৩৮.৮০% মানুষের সহমর্মিতা। বিজেপি এখানে তৃণমূলের কাছে হেরে যায় ১,৩৭,৯৮১ সংখ্যক ভোটের ফারাকে।

নবান্ন কব্জা করার গণতান্ত্রিক যুদ্ধে ২০২১ সালের নির্বাচনে এই লোকসভা এলাকার মধ্যে যে সাতটি আসন রয়েছে তার মধ্যে ছয়টি দখল করে নেয় তৃণমূল। যথা বর্ধমান দক্ষিণে ৮,১০৫টি, মন্তেশ্বরে ৩১,৮০৫টি, বর্ধমান উত্তরে ১৭,২৬৮টি, ভাতারে ৩১,৭৪১টি, গলসিতে ১৯২৬২টি এবং দুর্গাপুর পূর্বে ৩,৭৪৬টি ভোটের ফারাকে সবুজ পার্টির জয় সূচিত হয়েছিল। আর সবেধন নীলমণি হিসাবে একটি মাত্র আসনে ১৪,৬৬৪ ভোটে গৈরিক দল জিতে যায় দুর্গাপুর পশ্চিম আসনে।

কয়লা খনি অধ্যুষিত রাঢ়বঙ্গ বলতে আসানসোল বোঝায়। এখানকার স্থানীয় লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছিল ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৮০ ও ১৯৮৪ সালে। ১৯৬৭ সালে আসনটি চলে যায় সংযুক্ত স্যোসালিস্ট পার্টির দখলে। এরপর ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৯ সালে সিপিএম আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তাদের লাল পতাকাকে নয়বার উঁচিয়ে ধরেছিল বিপক্ষকে হারিয়ে। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে গেরুয়া ঝড়ে বেসামাল হয়ে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ। পরিশেষে তৃণমূল এখানে জয়ের স্বাদ পায় ২০২২ আর ২০২৪ সালে।

কয়লা খনি অধ্যুষিত আসানসোল লোকসভা এলাকায় ২০২৪ সালে সার্বিক ভোটার ছিল ১৭,৭০,২৮১ জন। তৃণমূল জিতেছিল ৫৯,৫৬৪টি ভোট বেশি পেয়ে। ঘাসফুল এখানে সংগ্রহ করে নেয় ৬,০৫,৬৪৫ বা ৪৬.৫৩% ভোট। পরোক্ষে ৫৪৬,০৮১ বা ৪১.৯৬% ভোট পদ্মফুলের ঝুলিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

এযাবৎ রাজ্যের শেষতম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। তাতে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোর মধ্যে পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল উত্তর আর বরাবনিতে তৃণমূল নিশ্চিন্তে আবীর খেলেছিল যথাক্রমে ৩,৮০৩, ৪,৪৫২, ৮০৫১, ২১,১১০ ও ২৩৪৫৭ ভোটের ব্যবধানে। বাকি দুটি বিধানসভা আসন বলতে আসানসোল দক্ষিণ এবং কুলটির বাসিন্দারা বিজেপিকে আশীর্বাদ করেন আনুপাতিক হারে ৪, ৪৮৭ ও ৬৭৯ ভোট তৃণমূলের থেকে বেশি প্রদান করে।

গত লোকসভা ও সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক পার্টি অ্যাডভান্টেজ পেলেও এবারের আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী কুর্শির লড়াইয়ে ডিভিডেন্ডের ঝুলি কিন্তু বিরোধী দলের কিছুটা ঝুঁকে রয়েছে আপাতত ৮:৬ অনুপাতে। স্থানীয় যমজ শিল্প ভিত্তিক কেন্দ্রের বাসিন্দারা একটাই বোঝেন, উপযুক্ত কর্মসংস্থান। আর এই ইস্যুতেই ভাতা নির্ভর টিএমসি সরকার গত পনেরো বছরে শুধু কুমির ছানা দেখিয়ে এসেছে। বাস্তবে এপাং ওপাং ঝপাং ব্যতীত আর কিছুই যে মেলেনি।

উত্তরের আঙিনায়

উত্তরবঙ্গে প্রচারে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ২৩ মার্চ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ৪৫নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচার করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা তথা শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী গৌতম দেব। তিনি উক্ত ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রচার শুরু করেন এবং জনসংযোগ করেন।

অন্যদিকে, এদিন শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত বাগডোগরার পানিঘাটা মোড় এলাকায় মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার ক্ষেত্রে এবারের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী আনন্দময় বর্মন নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন এবং উক্ত এলাকার প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসম্পর্ক করে এবার যাতে তাকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যাতে আসে তার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে। তার এই প্রচারে বিজেপির সমস্ত স্তরের কর্মী সমর্থকবৃন্দ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে।

ভোট প্রচারে বামফ্রন্ট প্রার্থী

সজল দাশগুপ্ত : শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে ভোট লড়াই জমজমাট! সম্প্রতি শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট এলাকায় জনসংযোগ করেন বামফ্রন্ট প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। তিনি বিধান মার্কেটে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলীয় অন্যান্য কর্মীরা। এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের জমজমাট লড়াই হতে চলেছে, একদিকে যে রকম তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন গৌতম দেব, অপরদিকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন শংকর ঘোষ, পাশাপাশি বামফ্রন্টের প্রার্থী হয়েছেন শরদিন্দু চক্রবর্তী। বিধানসভা নির্বাচনে নির্ঘণ্ট প্রকাশ পাওয়ার পরই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচার জোর কদমে চালাচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে শিলিগুড়ি জমজমাট। সকাল হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি জোর কদমে প্রচারে নেমে পড়ছে সেই চিত্রই বারংবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ২৬ মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার পলাশগুড়ি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচন বুথ কার্য্যালয় উদ্বোধনের করেন মাটিকাটা নকশালবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। তিনি আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে প্রচারে বের হন, সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কর্মী সমর্থক শামিল হয়েছে এবং জানিয়েছেন তিনি খুব আশাবাদী গতবার বিধানসভায় তিনি এই ক্ষেত্র থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন এবারও তিনিই বিজয়ী হবেন বলে অনেকে অভিমত।

রামপুরহাটে জমজমাট ত্রিমুখী লড়াই, কার দিকে পাল্লা ভারী?

রুমা খাতুন, পূর্ব বর্ধমান : বীরভূম জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রামপুরহাট বিধানসভা। ২০২৬-এর নির্বাচন ঘিরে এই কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও বামফ্রন্ট– তিন পক্ষের লড়াইয়ে এবার বিশেষ নজর কেড়েছেন সিপিআইএমের তরুণ মুখ সঞ্জীব মল্লিক। ফলে লড়াই যে ত্রিমুখী ও হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে, তা বলাইবাহুল্য।

২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮,৪৭৭ ভোটে জয়ী হয়ে নিজের শক্ত অবস্থান প্রমাণ করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন ১,০৩,২৭৬ ভোট, অন্যদিকে বিজেপির শুভাশিস চৌধুরী পান ৯৪,৭৯৯ ভোট। সেই ফলাফল দেখিয়েছিল রামপুরহাটে বিজেপিও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছে।

এবারও তৃণমূলের ভরসা সেই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০১ সাল থেকে টানা জয়ী এই নেতা এবার ডবল হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছেন। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন তিনি। উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ভোটারদের কাছে পৌঁছচ্ছেন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, পানীয় জল, মেডিক্যাল কলেজ, বাসস্ট্যান্ড– উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছেন জনসংযোগে। তবে বিরোধীদের দাবি, উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন থাকায় এবার তার লড়াই আগের মতো সহজ হবে না।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী ধ্রুব সাহা (প্রাক্তন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি) মাঠে নেমে আলাদা কৌশল নিচ্ছেন। কখনও

কৃষকের সঙ্গে মাঠে নেমে আলু তোলা, কখনও মন্দিরে গিয়ে জনসংযোগ এইভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। যদিও বিরোধীদের তরফে তাকে বহিরাগত প্রার্থী ও সুবিধাবাদী বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে, যা রাজনৈতিকভাবে একটি বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। এই দুই শক্তির মাঝেই বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠছেন সিপিআইএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক। রামপুরহাট পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ বারের কাউন্সিলর হিসেবে তার ব্যক্তিগত জনসংযোগ যথেষ্ট শক্তিশালী। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা এই সবই তাকে আলাদা

পরিচিতি দিয়েছে। বিশেষ করে ২০২২ সালের পৌরসভা নির্বাচনে গ্রেপ্তার হওয়ার পরও জেলে বসে জয়ী হওয়ার ঘটনা তার জনপ্রিয়তাকে নতুন মাত্রা দেয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনাই তাকে 'সংগ্রামী মুখ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবার বামফ্রন্ট–আইএসএফ জোটের প্রার্থী হিসেবে তিনি সেই ইমেজকে কাজে লাগিয়ে ভোটারদের কাছে পৌঁছতে চাইছেন।

প্রচারে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেন– 'এটা শুধু ভোটের লড়াই নয়, আদর্শের লড়াই।' বীরভূমে বাম রাজনীতির পুরনো জমি ফের শক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন। দেওয়াল লিখন থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার–

সব ক্ষেত্রেই তার সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে তরুণ কর্মীদের অংশগ্রহণ তার প্রচারে নতুন গতি এনেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রামপুরহাটে লড়াইয়ের মূল চাবিকাঠি দুটি– ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং সংগঠনের শক্তি। এই সমীকরণে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক স্থিতিশীল। কিন্তু সঞ্জীব মল্লিকের প্রবেশে সমীকরণ জটিল হয়েছে। তিনি সরাসরি জয়ের লড়াইয়ে না থাকলেও 'ভোট কাটার ফ্যাক্টর' হিসেবে বড় প্রভাব ফেলতে পারেন। বিশেষত তৃণমূল ও বিজেপি দুই পক্ষের ভোটেই ভাগ বসাতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে ২০২৬-এর রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র এক জমজমাট ত্রিমুখী লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে। উন্নয়ন বনাম পরিবর্তনের ডাক বনাম আদর্শের রাজনীতি– এই তিন মেরুর সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত কার পাল্লা ভারী হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

পাথরপ্রতিমা থেকে প্রচার শুরু অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাজনগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন বার্তা দিয়ে মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমা কলেজ মাঠ থেকে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তার ভাষণে স্পষ্ট করে দেন, এই মাটিই হবে আগামী নির্বাচনের লড়াইয়ের

সূচনা বিন্দু, আর তার সমাপ্তি ঘটবে ডায়মন্ড হারবারে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার মাটি থেকেই আমরা ২০২৬-এর যাত্রা শুরু করছি। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এই লড়াই এগিয়ে যাবে এবং ফল ঘোষণার পর আবারও আমি এই এলাকায় ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।' তাঁর এই বক্তব্যে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়।

২৭ মার্চ রামনবমী উপলক্ষে বজবজের সত্যপীরতলা থেকে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিদ্যানগর মঠ পর্যন্ত একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা হয়। হাজার হাজার সনাতনী মানুষরা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বাখরাহাট রামনবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে এবং গঙ্গাসাগর জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগিতায় এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্রের পূজা এবং ধর্মীয় শোভাযাত্রা এ বছর ১০ম বর্ষে পদার্পণ করলো। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র–লক্ষণ–সীতা দেবীর মর্মর মূর্তি এবং বজরংবলীর মূর্তি সহকারে শোভাযাত্রা শুরু হয়। গেরুয়া ধ্বজায় এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে শোভাযাত্রা মুখরিত হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রায় যাতে কোন অশান্তি না হয় তার জন্য প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছিল। ছবি : অরুণ লোধ

বাঁকুড়ায় রামনবমীর মিছিলের হাঁটলেন বাঁকুড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নিলাদ্রী শেখর দানা। ছবি : নিজস্ব

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাখরাহাটে দত্ত বাড়ির বাসন্তী পূজা এবছর ১৩৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল। কালাচাঁদ দত্ত এই পূজার প্রচলন করেছিলেন ১৩০০ সালে। সেই থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসছে এই পুজো। ছবি : নিজস্ব

ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাজনগর : রাজনগর ব্লকের ২০ নং বুথে প্রায় ১৯০ জনের নাম বিচারাধীন পর্যায়ে ছিল। এর মধ্যে ১০৩ জনের নাম বাদ যায়। ঘটনা জানাজানি হতে ২৫ মার্চ ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা। গ্রামে মাইকিং করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে ভোট বয়কটের হুমকি দেয়। ৯৮ বছরের জয়গুন বিবি বলেন, এতোদিন ধরে ভোট দিয়ে আসছি অথচ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। রহিম খান, মহম্মদ ওয়েস কর্ণি, সাজেদা বিবি, আমীর সেখদের কথায় আমরা সবকিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়েছি তাসত্ত্বেও কেন বাদ দেওয়া হয়েছে? নির্বাচন কমিশন এটা ইচ্ছে করেই করেছে। আফরোজা বিবি বলেন, আমার স্বামীর নাম বাদ যায়নি আমারও যায় নি, অথচ আমাদের ছেলের নাম বাদ গেছে। এটা কি করে হয়? ছেলে যদি ভোটাধিকার হারায় তাহলে আমরাও ভোট দিতে যাব না। সেখ সফি আহম্মেদ, 'সাদেক খানরা বলেন, আমাদের নাম বাদ যায়নি কিন্তু হেয়ারিংর সময় গ্রামবাসীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাদের নাম বাদ গিয়েছে তাই আমরা গ্রামবাসীরা সকলে মিলে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। অবশ্য ভোটের আগে তাদের নাম যদি পুনরায় বিবেচনা করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় তাহলে আমরা তখন ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত বাতিল করবো অন্যথায় সিদ্ধান্ত অটুট থাকবে।'

বাসন্তী পুজোয় মাতোয়ারা দাঁইহাট

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : প্রতিবারের মতো এবারও বাসন্ত পুজোকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট। জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক এই জনপদের একাংশে একাধিক বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একদা ইন্দ্রাণী পরগণার

অন্তর্ভুক্ত এই এলাকা 'বারো ঘাট তেরো হাট এবং তিন চণ্ডী তিনেশ্বরের থান' নিয়ে গঠিত ছিল। একাইচণ্ডী, কুলাইচণ্ডী এবং পাতাইচণ্ডীর নামে তিনটি থান ছিল। সেই পাতাইচণ্ডীর নামে দাঁইহাটের একটি স্থান পাতাইচণ্ডীতলা। এখানেই কয়েকশো বছর আগে বাসন্তী পুজোর প্রচলন হয়েছিল। এখানে প্রতিবার ধুমধামের সঙ্গে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়। এবারেও যার অন্যথা হয়নি। এখান থেকে একটু দূরে পাতাইহাটে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা সমন্বয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ২০০১ সালে বাসন্তী পুজো শুরু করেছিল। বর্তমানে এলাকার কিছু মহিলা সহ অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় পুজোর আয়োজন করা হয়। গত ২৪ মার্চ মঙ্গলবার ষষ্ঠী তিথিতে দুর্গাদেবীর আরাধনা শুরু হয়েছিল। ৫ দিনের পুজোর পরিসমাপ্তি ঘটে দশমী তিথিতে।

রামনবমীর শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোন্নগর : প্রতি বছরের ন্যায় বিশাল বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার সাঁকরাইলে। ২৫ মার্চ সাঁকরাইলের রাজগঞ্জ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। এরপর মানিকপুরের মন্দিরে গিয়ে পুজো পাঠের মাধ্যমে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ ও সিংহবাহিনীর পরিচালনায় এদিনের এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিনের এই শোভাযাত্রায় অস্ত্র নিয়ে প্রচুর মানুষ সামিল হন। উদ্যোক্তারা জানান, 'দেবদেবীরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন অসুর ও অশুভ শক্তি বিনাসের জন্য। এরাজ্যে অসুরের অভাব নেই। মানুষের সুরক্ষার জন্য অস্ত্র।' এদিনের এই কর্মসূচি ঘিরে ছিল কড়া

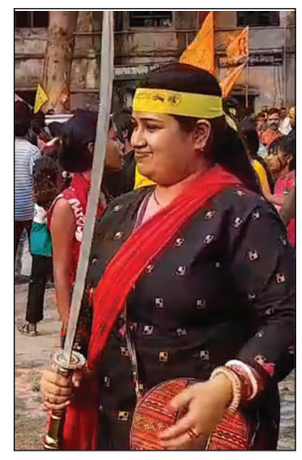

পুলিশি ব্যবস্থা। নিরাপত্তার কারণে এদিন বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করা হয়।

রামরাজাতলায় রামযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : রামসেনা, হাওড়া মহানগরের আয়োজনে ২৬ মার্চ হাওড়ায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ পুরুষোত্তম শ্রীরামের পূজন অনুষ্ঠিত হয়। আহ্বায়ক শিব শঙ্কর সাধুখাঁ জানান, শ্যামাশ্রী সিনেমার বটতলা থেকে নতুন রাস্তা হয়ে রামরাজাতলা রাম মন্দির পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য, মধ্য

হাওড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন রামনবমী উপলক্ষে 'অঞ্জনি পুত্র সেনা'র উদ্যোগেও হাওড়ার শিবপুরের কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত একটি বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সচিব সুরেন্দ্র বর্মা জানান, 'সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০০ জন সদস্যকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও অনেক রাম ভক্ত এসেছিলেন। আমরা মহামান্য আদালতের আদেশকে সম্মান জানিয়েই শোভাযাত্রা করেছি।' এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের বিশাল ফোর্স মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ড্রোন ক্যামেরাও ব্যবহার করা হয়। কয়েক বছর আগে রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হাওড়ার ওই এলাকা। এরপর থেকে প্রশাসন পুরোপুরি সতর্কতা নেয়।

বিধানসভা নির্বাচনের ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে।

নীতি–আদর্শের নিরিখে লড়াই করছেন এসইউসিআই প্রার্থী বাসুদেব কাবড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই দলের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ বাসুদেব কাবড়ি। সম্প্রতি বাওয়ালি মোড়ে তার দলীয় দপ্তরে বসে ভোট প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল তার সঙ্গে। ১৯৯৩ সালে তিনি সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হল তখন তিনি সমিতি থেকে জয়লাভ করে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন। ১৯৭৮ সাল থেকে স্থানীয় এসইউসিআই লিডার কমরেড অজয় ঘোষের নীতি আদর্শের নিরিখে তিনি দল করা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এসইউসিআই দলের জোট ভেঙ্গে যায়। তিনি এসইউসিআই দলেরই একজন প্রথম সারির নেতা হিসাবে পরিচিত। প্রসঙ্গত, এবার সারা রাজ্যে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২৩০ টা আসনে প্রার্থী দিয়েছে এসইউসিআই দল। বাসুদেববাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন। তিনি জানান, বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রথম লড়াই করছি। মানুষের এত উৎসাহ সেটা জানতাম না। অনেক বামপন্থী মানুষই জানিয়েছেন আপনি না দাঁড়ালে হয়তো ভোটটা নোটায় চলে যেত। বাসুদেববাবু অবশ্য অকপটে স্বীকার করেন, তিনি ক্ষমতার জন্য লড়ছেন না তিনি আদর্শ ও নীতির লক্ষ্যে লড়াই করছেন। তাদের লড়াই মূলত স্বৈরাচারী শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে সেইসঙ্গে বর্তমানে শাসক দল যে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত

হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও। বজবজ বিধানসভার মূল সমস্যা কি কি? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এখানে মূল সমস্যা কর্মসংস্থান। দ্বিতীয়ত, কৃষির উপর চাষীদের যে নির্ভরতা ছিল সেটা কমে গেছে অধিকাংশ কৃষি জমি এখন বনাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। বজবজ এলাকায় যে সমস্ত কলকারখানা ছিল তার অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গেছে এবং শ্রমিক সংখ্যা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। পরিবহন সমস্যাও এখানে ভয়ংকর কারণ মানুষকে যাতায়াত করতে অটো টোটো ম্যাজিক গাড়ির উপরে নির্ভর করতে হয় দ্বিগুণ পয়সা দিতে হয়। তবে বাসুদেববাবুর মনে আশঙ্কা ভোট শান্তিতে হবে কিনা সে নিয়ে।

মূল্যবৃদ্ধি ও ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সহ দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন গণআন্দোলনে কমরেড বাসুদেব কাবড়ী এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এলাকায় সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় পার্টি বিস্তারের সাথে সাথে সেচের জল ও পানীয় জল নিয়ে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সহ আপামর জনসাধারণের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের দাবি মেনে সেচের জন্য খাল সংস্কার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে প্রশাসন বাধ্য হয়। নারী–শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে প্রশাসনিক স্তরে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের দাবি আদায় হয়। ছাত্র– যুব ও মহিলা সহ এলাকার জনসাধারণকে সংগঠিত করে চোলাই মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

নাম পরিবর্তন

আমি শিরিন চক্রবর্তী, আমার স্বামী পুলক চক্রবর্তী, আমার পিতা শেখ সায়েদ আলী, গ্রাম– ময়দা, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল শিরিন পারভিন। ১১.২.২০২৬ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে শিরিন পারভিন ও শিরিন চক্রবর্তী এক ও অভিন্ন মহিলা হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রীযুক্ত দেবব্রত মন্ডল, পিতা স্বর্গীয় অনাথ মন্ডল, মাতা স্বর্গীয়া রমা মন্ডল, নিবাস বাওয়ালি কালিনগর, থানা– নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। পিন ৭০০১৩৭, আমি শ্রী দেবব্রত মন্ডল জানাইতেছি যে উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমার পিতা–মাতার একমাত্র অংশীদার হিসাবে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর আমার নিজ নামে গ্রহণ করিলাম।

আমি একাই একশো : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে দুবরাজপুর কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ২৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউরির সমর্থনে খয়রাশোল গোষ্টডাঙাল মাঠে এক নির্বাচনী সভা করেন। শুরুতেই স্থানীয় এলাকা সহ জেলাব্যাপী উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন যেমন মামা ভাগ্নে পাহাড়কে পর্যটনকেন্দ্রে উন্নতি করা, নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে ডিজিটাল সেন্টার করা, এলাকায় পানীয় জলের প্রকল্প করা হয়েছে, সিউড়ি রাজনগর-খয়রাশোল রাস্তার উন্নয়ন, ইলামবাজার ব্রিজ, অজয় সেতু নির্মাণ, খয়রাসোলে মেয়েদের হোস্টেলের ব্যবস্থা, ডেউচা-পাচামী কয়লাখনিতে ১ লক্ষ ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হবে সহ বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন।

বিজেপির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিজেপি দেশটা বিক্রি করছে, রেল, সেল, এলআইসি সহ সমস্ত জিনিস বিক্রি করছে তারাই আবার বড় বড় কথা বলে কোথা থেকে। এসআইআরে লাইন, আধার কার্ড অনলাইন, ব্যাংকের লাইন ইত্যাদি লাইন বিজেপির

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, আগামীদিনে গ্যাস পাবেন কিনা জানি না। বিজেপি শাসিত রাজ্যে মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া যাবে না বাংলায় কথা বলা যাবে না বললেই বাংলাদেশী তকমা সেঁটে দেবে, অত্যাচার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে। আমরা লক্ষীর ভান্ডার, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, ঐক্যশ্রী, জয় জোহার ইত্যাদি প্রকল্প চালু করেছি। পাকা বাড়ি তৈরি, পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে

তবুও আমরা আমাদের রাজ্যের টাকা দিয়ে সে কাজগুলোকে সচল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিজেপি যে এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্পের পরিকল্পনা করছে সেখান যেতে দেব না, আমি একাই একশো। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। বিজেপি শুধু জাতির নামে বজ্জাতি, ধর্মের নামে অধর্ম করছে অতএব যারা লাইন করিয়েছে তাদের বেলাইন করব।'

এপ্রিল থেকেই ডিজিটাল সেনসাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী বছর সারা দেশে জনগণনা বা সেনসাস হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই জনগণনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে। দেশে ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার

প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু মহামারীর জন্য তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। আগামী বছরের জনগণনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ১১,৭১৮.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এবার সারা দেশ জুড়ে জনগণনার কাজের জন্য ৩০ লক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। দেশে শেষবার ২০১০–১১ সালে জনগণনা হয়েছিল।

কি কি ব্যবসা করা যাবে বসত বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়মনীতি অনুযায়ী বসতবাড়িতে ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালানো যায় না। ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালাতে গেলে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে বাণিজ্যিক কর প্রদান করতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই মানুষজন এই নিয়মের কথা জানেন না বা জানলেও নিজের বসতবাড়ির বাণিজ্যিক কর দিতে চান না। বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আমার ওয়ার্ডের কিছু কিছু এলাকায় মূলত পুরনো বসতবাড়ির একতলা(গ্রাউন্ড ফ্লোর) গুলিতে বা পুরনো রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাটের গ্রাউন্ড ফ্লোর গুলির বাইরেটাকে একই রকম রেখে ভেতরে প্রয়োজন মতো ব্যাপক পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু হওয়ার জন্য মানুষজনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির প্রশ্ন, বসতবাড়িগুলি যারা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছেন, ওই বাড়ি গুলিকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে অনুমোদন করার কী আইন আছে?

পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌর বিল্ডিং দপ্তরের মেয়র পারিষদের কাছে আরও প্রশ্ন পুরনো রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট গুলি যেভাবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে, সেজন্য কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে এই সমস্ত ফ্ল্যাটগুলি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার অনুমোদনের কী আইন রয়েছে?

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বসত বাড়িগুলি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় আইন কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০–তে(চ্যা–২৩) আছে। সে জন্য বাড়ির মালিককে কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তরে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। কেএমসি অ্যাক্টে ২১টি আইটেম আছে, যেগুলি বসত বাড়িতে বাণিজ্যিক কাজ গুলি করা যেতে পারে। এবং বিল্ডিং দপ্তর বিষয় গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করে আইনত অনুমোদন দিয়ে থাকে। যেমন : ছোটোদের জন্য কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, অঙ্কন স্কুল, শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা যায়।

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে পাতিপুকুর মাছ বাজার

বরুণ মণ্ডল : উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পাতিপুকুর রেল ব্রিজ সংলগ্ন মাছের পাইকারি বাজারের বাড়িটি অত্যন্ত পুরনো। প্রতিদিন এখানে দক্ষিণবঙ্গের বহু ক্রেতা–বিক্রেতার সমাগম হয়।

কিন্তু এর চারপাশের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং বাজারের পরিকাঠামোও পুরোপুরি ভঙ্গুর। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। তাই স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি দেবিকা চক্রবর্তী কলকাতা পৌরসংস্থার বাজার দপ্তরের কাছে প্রস্তাব রাখেন, এই অবস্থায় পাতিপুকুর মাছ বাজারটি যদি কলকাতা পৌরসংস্থা অধিগ্রহণ করে এবং এই বাজারের পরিকাঠামোর উন্নয়নে নজর দেয়, তাতে একদিকে যেমন বাজারের পরিবেশের স্বাস্থ্যগত ভারসাম্য বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনি বাজারের সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে ক্রেতা–বিক্রেতার চাহিয়াও বৃদ্ধি পাবে। এই বাজারটি যে জায়গায় অবস্থিত তার পাশে একটি বস্তি এবং ওপরেও একটি বসতি রয়েছে। সুতরাং এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। ফলে স্থানীয় মানুষজনও এই বাজারের জন্য একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। তাই কলকাতা পৌরসংস্থা দ্রুততার সঙ্গে এই বাজারটি অধিগ্রহণ করলে স্থানীয় মানুষজন উপকৃত হবে।

এই প্রস্তাবের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, পাতিপুকুর রেল সংলগ্ন এই পাইকারি মাছ বাজারটি কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ বাজার নয়। বাজারটি যে জমির ওপর আছে, সেটাও কলকাতা পৌরসংস্থার মালিকানাধীন নয়। দেখা গিয়েছে, এই বাজারের ভবনটি ভীষণ রকম বিপজ্জনক বিল্ডিং। অনেকগুলো বাড়ি আছে, যেগুলি দ্বিতল। পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে হয়। এখানে খুচরো এবং পাইকারি দু রকমই কেনাকাটা হয়। এবং ঠিকই বাজারের চারপাশে দুর্গন্ধ, যাতায়াত করা যায় না। তাই কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০–র ৪১১/১ ধারায় মালিকপক্ষ এবং অকুপায়ারদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আর যদি দেখা যায় তাঁরা ভবনটির সংস্কার বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কলকাতা পৌরসংস্থা বাধ্য হবে বাজারটি 'সিল করে দিতে'।

কলকাতায় পাড়া প্রকল্পের ৪০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে কলকাতা পৌর এলাকায় মাত্র ৪০ শতাংশ কাজ হয়েছে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক পৌর অধিবেশনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিশেষ প্রয়াস 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যাঞ্চলের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্ন, কলকাতা পৌর এলাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট কতগুলি বুথ আছে? ওই সমস্ত বুথে মোট কত টাকার কাজ হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে'র কত শতাংশের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি কাজ কতদিনের মধ্যে শেষ হবে?

উত্তর কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ড আনুমানিক ৪,৮০০টি বুথ আছে। এই সমস্ত বুথে ১১ মার্চ পর্যন্ত ৩৬৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার কাজ বরাদ্দ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'–এ প্রকল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, বাকি কাজ শেষ হতে আর আনুমানিক ১ মাস লাগবে। ওয়ার্ক অর্ডার প্রায় সবই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বরূপ দে অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, তিনটি বিষয় মহানাগরিক যদি একটু বিশেষ নজর দেন, তাহলে ভালো হয়, প্রথমটি হল, হটমিক্স পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তার নীচে নিকাশি নালার কাজে ব্যবহৃত পাইপ পাওয়া যাচ্ছে না। আর লেবার সমস্যা জারি রয়েছে। মহানাগরিক উত্তরে বলেন, স্টোনচিপের সমস্যা ছিল, এখন সেটা নেই। হটমিক্স প্ল্যান্ট গুলি এখন ২৪ ঘন্টা চালু রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হল, ড্রেনেজের কাজের জন্য যে পাইপটা লাগে, সেই পাইপের সমস্যা আছে, রাজ্যে এতো পরিমাণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে যে কন্ট্রাকটররা সেই পাইপ পাচ্ছে না। পাইপ কিছু কিছু এসেছে। বিকল্প হিসাবে কালো প্লাস্টিকের পাইপ দিতে বলা হয়েছে। আর লেবারের সমস্যার বিষয় বরো ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর প্রেসার দেওয়া আছে। দ্রুততার সঙ্গে যদি এই কাজগুলি যাতে হয়।

রেলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

৪৩২৩.৭৮ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিচ্ছন্ন যাত্রা যাত্রীদের মৌলিক অধিকার, তা স্বীকার করে পূর্ব রেলওয়ে তার বিভাগ ও ওয়ার্কশপগুলিকে পরিচ্ছন্ন করার অভিযান আরও জোরদার করেছে। গত তিন মাসে এক বিশাল লজিস্টিক সাফল্যের মাধ্যমে রেলওয়ে মোট ৪৩২৩.৭৮ মেট্রিক টন আবর্জনা পরিষ্কার করেছে। ব্যস্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে শিল্প কারখানা বা ওয়ার্কশপ–পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্কের প্রতিটি প্রান্ত এই বিশাল অভিযানে অংশ নিয়েছিল। গত ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী হাওড়া বিভাগ মোট ৩৭৭.৪০ মেট্রিক টন এবং শিয়ালদহ বিভাগ ৩১৭.০০ মেট্রিক টন, আসানসোল বিভাগ ১১০.০০ মেট্রিক টন এবং মালদা বিভাগ ১০২.০০ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ করেছে। শিল্প ওয়ার্কশপগুলি যেমন লিলুয়া ওয়ার্কশপ ১১৮৫.৬৫ মেট্রিক টন, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ ১৬৮২.২৯ মেট্রিক টন এবং জামালপুর ওয়ার্কশপ ৫৪৯.৪৪ মেট্রিক টন বর্জ্য পরিষ্কার করেছে। সব মিলিয়ে মোট ৪৩২৩.৭৮ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারিত হয়েছে। কোচগুলোর যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে ট্র্যাক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে রেল প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে, কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে এই লড়াই জেতা সম্ভব নয়। কারণ রেল চত্বরের অধিকাংশ বর্জ্যই আসে প্রতিদিনের যত্রতত্র আবর্জনা থেকে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর যাত্রীদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, ভারতীয় রেল তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাঁদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। যাত্রীদের আরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, রেলওয়ে পরিষ্কার রাখা কেবল নাগরিক কর্তব্যই নয়, এটি একটি আইনি বাধ্যবাধকতাও বটে। ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৪৫(বি) এবং ১৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রেল চত্বরে কেউ নোংরা করলে বা উপদ্রব সৃষ্টি করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য জরিমানা বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

রাতের অনুমতি নিয়ে দিনেও গাড়ি পার্কিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ম–নীতি অনুযায়ী কলকাতার রাস্তায় নাইট কার পার্কিংয়ের(রাত ১০ থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত) ব্যবস্থা আছে। এজন্য কলকাতা পৌরসংস্থাকে প্রয়োজনীয় ফী দিতে হয়। আমার ওয়ার্ডে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখছি, অপ্রস্থ গলির মধ্যে কেউ কেউ নাইট কার পার্কিং ফী দিয়ে গাড়ি রাখছেন। সমস্যা তৈরি হচ্ছে রাত্রে যখন কোনও অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসছে, কিছু গলির মধ্যে ঢুকতে পারছে না। খোঁজখবর করেও যিনি পার্কিং করে গেছেন তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই সূত্রেই বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌর কার–পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম প্রশ্ন কোন কোন বিষয় বিচার করে এই পার্কিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং দপ্তরের আধিকারিকরা কী পার্কিংয়ের জায়গাটি ম্যানুয়ালি ইনস্পেকশন করে পার্কিংয়ের অনুমোদন দেন? তৃতীয়ত, যেসমস্ত ব্যক্তি ফী দিয়ে নাইট পার্কিংয়ের অনুমতি নিয়েছেন, তারা যখন দিনের বেলাতেও সকাল ৭টার পর সেই রাস্তা থেকে গাড়ি সরাচ্ছেন না, তার বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর কার–পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, রাত্রিকালীন কার–পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে রাস্তার প্রস্থের সর্বনিম্ন ১৮ ফুট বা তার অধিক চওড়া রাস্তায় নিজস্ব বাড়ির সামনে অথবা অন্যের বাড়ির সামনে গাড়ি রাখতে পারবে। তবে অন্যের বাড়ির সামনে রাখলে সেই বাড়ির মালিকের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেটে"র(এনওসি) ভিত্তিতে এই অনুমতি দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে অনলাইনে পার্কিংয়ের

অনুমতি দেওয়া হয়। সেইজন্য একটি এভিডেভিড নেওয়া হয়। গাড়ির মালিককে এভিডেভিড করে বলতে হয়, তিনি কলকাতা পৌরসংস্থার পাকিংয়ের নিয়মনীতি অনুযায়ী গাড়ি পার্কিং করতে চান। এই অনলাইন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ফী–র বিনিময়ে তিনি রাত্রি ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কার পার্কিংয়ের অনুমতি পান। এইজন্যই স্বশরীরে ইন্সপেকশনে যাওয়ার দরকার হয় না। এটা তার এভিডেভিডের ভিত্তিতে দেওয়া হয়। তবে গাড়ির মালিক যদি ত্রুটিপূর্ণ এভিডেভিড দিয়ে থাকেন, তবে তা স্বাভাবিক নিয়মে বাতিল হয়। তবে সঠিক অবজেকশন থাকতে হবে। আর প্রস্থে যদি ১৮ ফুটের কম চওড়া রাস্তা হয়, তবে সেসব রাস্তায় কার পার্কিং করা যায় না। অনুমতিও দেওয়া হয় না। প্রস্থে ১৮ ফুটের বেশি চওড়া রাস্তায় নাইট কার পার্কিংয়ের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

তবে রাত্রিকালীন গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নিয়ে যদি সকাল ৭টার পরেও দিনের বেলায় পার্কিংয়ে গাড়ি রাখে, তবে তা অবৈধ পার্কিং হিসাবে গণ্য করা হয়। এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করলে অবৈধ পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের মাধ্যমে কলকাতা পৌরসংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা যায়। নাইট কার পার্কিংয়ের মেয়াদ রাত ১০ থেকে সকাল ৭টা। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, সেটা হল দিনের বেলায় কলকাতা পৌর এলাকায় কার পার্কিং সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের আওতায় থাকে। আর রাত ১০টা থেকে পরবর্তী দিনের সকাল ৭টা পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থা কার পার্কিংয়ের তদারকি করে থাকে। রাতে কার পার্কিং দু চাকা গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায় ১০টাকা। আর চার চাকার গাড়ি বা ভ্যান বা মিনি কার রাত প্রতি ৩০ টাকা। বাস বা লরি ৬০টাকা। আর পাড়ার রাস্তায় চার চাকার ট্যাক্সি বা ওলা বা উবের বা প্রাইভেট কার নাইট পার্কিং চার্জ প্রতি মাসে ৫০০ টাকা। এলজিভি রাতে প্রতি মাসে পার্কিং চার্জ ৬০০ টাকা।

বার্তা

সম্মান : ২২ মার্চ বেহালা বড়িষায় সব পেয়েছি আসর এ সারাদিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। আর্য ইউনাইটেড, সমর রায়চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও বেহালা বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগ এ বেহালার কিছু বিশিষ্ট মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। **ছবি : সুমন সরদার**

অর্চনা : হাওড়ার আমতার কলিকাতা গ্রামের বসু পরিবারের ২৩ তম বর্ষের বাসন্তী পূজা। **ছবি : অসীম কুমার মিত্র**

কুমারী: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠে ২০০০ কুমারী পুজো। **ছবি : অরিন্দম ভট্টাচার্য্য**

যাত্রা : ভবানীপুরে রামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রায় পা মেলালেন রাজ্যের বিদায়ী বিরোধী দলনেতা তথা ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের শোভাযাত্রায় পা মিলিয়ে ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও। **ছবি : অরুণ লোধ**

লাগাম ছাড়া : রামের রথ যাত্রা বেশ দর্শনীয় হলেও, বাইক বাহিনীর পতাকা উড়িয়ে বিকট শব্দে এগিয়ে যাওয়াটা একে বারেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাম নাম নিয়ে এই ধরনের উল্লাস নিয়ন্ত্রণ করাটা খুবই প্রয়োজন। **ছবি : অভিজিৎ কর**

মাঙ্গলিকী

বিমল মিত্রের জন্মদিবস স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ মার্চ বিমল মিত্র অ্যাকাডেমির আয়োজনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিমল মিত্রের ১১৫ তম জন্মদিবস স্মরণে তাঁর চেতলার বাসভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। বিমল মিত্র শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, তিনি ভারতীয় সাহিত্যের একজন। তাই দেশজুড়ে তাঁর সৃষ্টি বাঙালির সৃষ্টি হয়ে থাকেনি। অ্যাকাডেমির পরিচালক তাঁর কন্যা শকুন্তলা বসু ও জামাতা কমলেশ বসু সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণায় সেই কথা উঠে এসেছে। তাঁর সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন প্রাবন্ধিক নরেন্দ্রনাথ কুলে। আগামীদিনে অ্যাকাডেমি সাহিত্যিকের সৃষ্টি নিয়ে কিভাবে কাজ করবে তা এই অনুষ্ঠানে পেশ করেন অ্যাকাডেমির বিশিষ্ট সদস্য কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ সৈকত বসু। তবে এই স্মরণ অনুষ্ঠানে একটিমাত্র আক্ষেপের কথা সকলেই উচ্চারণ করেছেন বিমল মিত্র কলকাতার চেতলার মানুষ হয়েও তাঁর মৃত্যুর ৩৫ বছর পরেও বাংলার কোন স্থানে এমনকি চেতলার বুকে তাঁর নামকে খোদাই করে রাখার কোন সময়ই কোন ব্যবস্থাই সরকারি প্রশাসনিকস্তরে হয়নি। কোন এক সময়ে চেতলা ব্রীজ কিংবা চেতলা পার্ক তাঁর নামে নামাঙ্কিত করার আলোচনা হলেও সে আলোচনা আলোচনাই থেকে গেছে। এটাই আশ্চর্য। অথচ আমরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথায় নিজেদের গর্বিত মনে করি। কলকাতার বর্তমান মেয়র চেতলার মানুষ। বিমল মিত্রের বাসভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মেয়র থাকেন। তাঁর কাছে চেতলার বুকে কলকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে বিমল মিত্র স্মরণকে স্থান করে দেওয়ার আবেদন রাখা হবে বলে অ্যাকাডেমির কর্ণধার কমলেশবাবু জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট লেখক পল্লব মিত্র।

চাম্পাহাটির লোক মেলা

পার্থ কুশারী : হারানো ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চম্পাহাটি মুক্ত সঙ্ঘের উদ্যোগে রেল মাঠে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা লোকমেলা। মেলা প্রাঙ্গণে লোকশিল্পীদের পরিবেশনা ও বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে। আয়োজকরা জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও প্রাদেশিক সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই এই মেলার মূল লক্ষ্য। মেলায় স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্প, কুটির শিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারের স্টল। সন্ধ্যায় বাউলগান, লোকনৃত্য, ভাটিয়ালি গানের

আসর এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন লোক আঙ্গিকের অনুষ্ঠান যা মেলা প্রাঙ্গণে ভিন্ন মাত্রায় প্রাণ সঞ্চার করে। স্থানীয়দের মতে, যান্ত্রিক শহরের ভিড়ে এই লোকমেলা গ্রামীণ শিকড়ের সাথে মানুষকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। চম্পাহাটি মুক্ত সঙ্ঘের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আগামী ২১–২৯ মার্চ পর্যন্ত ধরে চলা এই মেলার প্রথম গুলিতেই দর্শনার্থীদের ভীড় উপচে পড়ে।

২০–২২ মার্চ বাঁকুড়ায় আগামী ডান্স অ্যাকাডেমীর উদ্যোগে ও অধ্যক্ষ অনির্বাণ দাসের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিখ্যাত আসামের ঐতিহ্যবাহী বিহু নৃত্যের ৩ দিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়া তথা রাঢ় বাংলায় সংস্কৃতি ও নৃত্য শৈলীর সাথে আসামের প্রসিদ্ধ বিহু নৃত্যের বাসন্তিক মেলবন্ধন করার উদ্যোগ নেন তিনি। আসাম থেকে প্রশিক্ষণ দিতে আসেন প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী বিহু রানী পল্লভী ররোহ দত্ত। বাঁকুড়া ডান্স অ্যাকাডেমীর অধ্যক্ষ জানান, কর্মশালার সাথে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়। প্রশিক্ষক দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের নাচ শেখান। জেলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন। **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

নারী শক্তি বিষয়ক ছবি এঁকে স্বর্ণপদক

উত্তম কর্মকার : অল বেঙ্গল আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা আয়োজিত হয়েছিল অঙ্কনরত্ন অন্বেষণ আর যেখানে মূলত ভারত বাংলাদেশ ও নেপাল এই ৩ টি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এখানেই সেরা হয়েছে কুলপি বিধানসভার কেওড়াতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটার চক এলাকার যুবক রনিতা হালদার। প্রতিযোগীরা স্বাধীনভাবেই তাদের নিজ ভাবনায় আঁকা ছবি তুলে ধরেছিল বিশ্ব দরবারে। আর তার মধ্যেই নারী শক্তির উপরে ছবি এঁকে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিল রনিত হালদার। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল শিক্ষক দেবনাথ ভাণ্ডারীর প্রায় ৫১৩ জন ছাত্রছাত্রী। যার মধ্যে বেশ কিছু জন রুপোর পদক পান এবং স্বর্ণপদক পান রনিত।

প্রায় ৮ মাস ধরে এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল তাদের। এই জয়ের পর ছাত্রছাত্রীরা কুলপিতে ফিরলে আনন্দ উৎসবের মেতে ওঠে তারা। পাশাপাশি আগামীদিনে আরও বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলবে তার এই ছাত্রছাত্রীরা এমনটাই জানাচ্ছেন শিক্ষক দেবনাথ ভাণ্ডারী। অন্যদিকে, এমন সম্মান ও পুরস্কার পেয়ে খুশি ছাত্রছাত্রীরা। তবে এই স্বর্ণপদক পাওয়ার বিষয় রনির হালদার জানায়, 'আমি কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিনি এতগুলো দেশের মাঝে আমি স্বর্ণপদক পাব। তবে এর সমস্ত কৃতিত্বই হচ্ছে আমার স্যারের, আজকের স্যার দীপঙ্কর ভাণ্ডারীর জন্যই আমি আজকের এই জায়গায় আসতে পেরেছি। উনি প্রত্যেকটি সময় শিক্ষকের থেকেও বেশি বন্ধুর মতন মিশে আমাদেরকে গাইড করেছেন। আগামী দিনে আরও বৃহত্তরও কোন জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছে রয়েছে।' অন্যদিকে শিক্ষক দীপঙ্কর ভাণ্ডারী জানায়, দীর্ঘ ১ মাসেরও বেশি সময় ধরে এই লড়াইটা চলছিল। রনিতের জন্য আমি গর্বিত। অন্যদিকে আমার অন্যান্য ছাত্ররাও ভালো ফলাফল করেছে। আগামীদিনে তারা আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাক এটাই আমার কামনা।

লিটল ম্যাগাজিন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ তম দুদিনের লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২৮ মার্চ শুরু হচ্ছে বজবজের হালদার পাড়ার মিনার্ভা এনক্লেভ প্রাঙ্গনে। মেলার আয়োজক লিটিল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটি (সাতগাছিয়া–বজবজ–মহেশতলা)। মেলা খোলা থাকবে বিকাল ৪টে থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের স্টল থাকবে। থাকবে সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত, আলিপুর বার্তা এবং দেশলোক পত্রিকা এই লিটিল ম্যাগাজিন মেলার স্টলে স্বমহিমায় উপস্থিত থাকবে।

গ্রেপ্তার হলেন দেশবন্ধু

সমর গঙ্গোপাধ্যায়

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে স্বরাজ আসছে এই বিশ্বাসে বহু ছাত্রছাত্রী স্কুল–কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন। আগষ্ট মাস শুরু হতেই দেশজুড়ে বিদেশি পন্যে আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়লো মানুষ। অক্টোবর মাস চলে গেল স্বরাজ আসার কোনো খবরই এলোনা। বরং খবর এলো ইংল্যান্ডের যুবরাজ আসছেন প্রজাদর্শনে। উত্তাল ভারতবাসীরা যুবরাজকে বয়কটের ডাক দিল। যুবরাজ ভারতের মাটিতে পা রাখার দিন ১৭ই নভেম্বর ১৯২১ কলকাতায় এক ঐতিহাসিক শান্তিপূর্ণ হরতাল সংগঠিত হল সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে। সাধারণ মানুষকে বিপদে না ফেলে কিভাবে হরতাল সফল করা যায় তা তিনি দেখিয়ে ছিলেন।

তৎকালীন চামচা সংবাদিকরা ওই অহিংস আন্দোলনকারীদের বেআইনি ঘোষণা করার অনুরোধ করলেন ইংরেজদের খুশি করতে। গভর্নর রোনাল্ডস কংগ্রেস ও খিলাফতের ভলান্টিয়ার্স বাহিনীকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার। একে একে গ্রেপ্তার হলেন মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলবি আহম্মদ, পদ্মরাজ জৈন আর সুভাষচন্দ্র বসুকে তো প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দেশবন্ধু আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার কোনো কারণ ছিল না। আসলে তখন বাংলাদেশ কেন সারা ভারতের নেতৃত্ব দেবার পথে অগ্রসর হচ্ছেন ঐসর্বত্যাগী মানুষটি। হিন্দু–মুসলমান যুবসমাজের কাছে তার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ছে। চিত্তরঞ্জন দাশকে প্রশাসন ভয় পেয়েছে। তাঁকে কি ছেড়ে রাখা যায়?

১৯২১ সালের ১০ ই ডিসেম্বর। শনিবারের বিকল বেলা চায়ের টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন বীরেন্দ্র নাথ শাসমল আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দুইজনই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নিজেদের সফল আইন পেশা ছেড়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছেন। আইন নয় আজকে তারা স্বদেশী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তিত। দেশবন্ধু বললেন, বীরেন, অহিংসভাবে ইংরেজদের এই অত্যাচার থামানো যাবে বলে আমার মনে হয় না! বীরেন্দ্রনাথ কিছু বলতে গেলেন। শোনা গেল না। হঠাৎ চারপাশ কাঁপিয়ে একটার পর একটা পুলিশের জীপ এসে দাড়াল রসা রোডের রাস্তা আটকিয়ে। দেশবন্ধুর বাড়ির সামনে।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ কির্ড পালোয়ান চেহারার দুই অ্যংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট নিয়ে গট গট করে সিঁড়ি বেয়ে হাজির হল চায়ের টেবিলে। বিচ্ছিরি গলা করে তারা জানালেন যে তারা দেশবন্ধু ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। কেন গ্রেপ্তার করতে চান তার উত্তর নেই। হাতে কোর্টের কোনো ওয়ারেন্ট তো নেই। পুলিশ শুধু জানে এই নেতাদের এক্ষুনি লালবাজার নিয়ে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আইনী তর্ক চললো কিছুক্ষণ। ফল কিছু হল না। প্রতিবেশীরা রাস্তার বেড়িয়ে এসেছেন, তারা পুলিশের এই জুলুম সহ্য করবে না। দেশবন্ধু হাত তুলে তাদের শান্ত করলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সাথে ভোম্বল অথাৎ চিত্তরঞ্জনের ছেলে চিররঞ্জনকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হল। দেশবন্ধুর জীপটা ঘিরে ছুটে চললো সশস্ত্রবাহিনীর গাড়ি লালবাজরের পথে। লালবাজারে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার স্যার রোজিনাল্ড ক্লাক দেশবন্ধুর মুখোমুখি হতে চাইলেন না। কারণ তিনি জানতেন সন্দেহের বসে এই মানুষটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিনা পরোয়ানায়। অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে নিদিষ্ট কোনো অভিযোগই নেই! মিষ্টার দাশের মতো দুদে ব্যারিস্টারের মুখোমুখি হলে তিনি প্রশ্নবানে ধরাশায়ী হবেন। তাই মিষ্টার

দাশ, মিস্টার শাসমল এবং তাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র ভোম্বলকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে একদিন সময় গেল। ১২ তারিখ ৫ টার সময় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাকে হাজির করানো হল। কোর্টে লোকে লোকারণ্য। এতো মানুষের ভীড় দেখে পুলিশ প্রশাসন একটু ঘাবড়েই যায়। তাড়াতাড়ি তারা মামলা মুলতুবি করে ২০ শে জানুয়ারী দিন কেন নিয়ে আমামীকে জেলে ফেরত নিয়ে আসে। পরবর্তী পরিকল্পনা চলতে থাকে জনসাধারণের চোখ এড়িয়ে জেলের ভেতর কোর্ট বসানোর। যদিও সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

প্রেসিডেন্সি জেলে দেশবন্ধুর জন্য বিশেষ কড়া কড়ি শুরু হল। জেল কর্তৃপক্ষের আদর যত্নে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন হল যে আদালতে তাকে হাজির করানোই কঠিন। অবশেষে ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২ দেশবন্ধুকে আনা হল কলকাতার চীফ, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার সুইনহো কোর্টে। বিচারপতির নির্দেশে কোর্ট রুম ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। বিশাল ঘরের মধ্যে দমবন্ধ করা নিস্তব্ধতা। কাঠগড়ার রেলিং ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। শুষ্ক কেশ মলিন শুভ্র পোশাকে আবৃত একসর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো। বিদেশি বিচার ব্যবস্থার কাছে তিনি কিচ্ছু যাঞ্চা করতে ভুলে গেছেন। তাদের রক্তচক্ষু দেখতে দেখতে তিনি এখন ক্লান্ত। ক্লান্তি নেমেছে তার ইনফ্লুয়েঞ্জা কাতর শরীরে। কিছুদিন আগে স্প্যানিশ ফু দেশের মাটিতে থাবা দিয়ে গেছে। প্রথমেই তিনি বিচারপতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না। তবু বিচার চলতেই লাগলো। সরকার পক্ষের আইনজীবী রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু মিঃ গুন্ডিয়া ও তাদের দলের পুলিশ কর্মচারীদের সে কি উৎসাহ। তারা দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে সংগ্রহ করা কাগজপত্র কিভাবে পুলিশের দক্ষ অফিসার অনিল চন্দ্র দত্ত, মৃণাল কান্তি ঘোষ, এ, হামিদ উদ্ধার করেছেন তার দীর্ঘ বিবরণ চললো। কি সেই বিস্ফোরক বস্তু–১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একখানা নোটিশ। যা ২ রা ডিসেম্বর ১৯২১, সার্ভেন্ট ও অমৃত বাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ২) ৫ ই ডিসেম্বর সার্ভেন্ট ও ৭ ই ডিসেম্বর অমৃত বাজার পত্রিকায় দেশবন্ধুর লেখা একটি প্রবন্ধ কংগ্রেস ও ব্যুরোক্রেশী। ৩) দেশবাসীগণের প্রতি আবেদন ও কলকাতার ছাত্রদের প্রতি নামে দুটি ইস্তেহার। এগুলো দেশবন্ধুর লেখা তা কেউ অস্বীকার করেনি। তবুও এইসব প্রমাণ করতে সাক্ষীসবুদের শেষ নেই। দেশবন্ধুর পক্ষে মামলা লড়াইয়ে জন্য বিখ্যাত ব্যারিস্টার, প্রবীণ আইনজীবীদের অভাব ছিল না।

কিন্তু দেশবন্ধুই তাদের নিরস্ত্র করেন। আইনজীবীরা সরকার পক্ষের ভাঁড়ামো দেখে ফুঁসছিলেন। তারা চাইছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ নিজেই গর্জে উঠুক। কিন্তু তিনি চুপ। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের নেত, কালা কানুনের পক্ষে বা বিপক্ষে তার কিছুই বলার নেই, তবু মামলা চলতে লাগলো। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, ডেপুটি সুপার সাক্ষীর কাঠগোড়ায় হাজির হলেন। হাজির করানো হল হ্যান্ড রাইটিং বিশেষজ্ঞকে। রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু ইংরেজ পুলিশের পা চাটতে আর কি কি সাক্ষী আনতেন কেউ জানেনা। তাকে থামালেন বিচারপতি সুইনহো। কারণ তিনি লক্ষ্য করছিলেন, দিনে দিনে দেশবন্ধুত্বকারীরা খারাপ হচ্ছে। সব দিন কোর্টে তাঁকে হাজির করানো যাচ্ছে না। তাছাড়া দেশবন্ধু আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে চাইছেন না। অবশেষে ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২–এ রায় ঘোষণা করে জানালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হল।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে তার ঠাঁই হল আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে।

সেন্ট্রাল জেলে এসে তিনি দেখা পেলেন সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরও অনেকের সঙ্গে ছেলে চিররঞ্জন ছিল এখানে। তবু তার শরীরের সাথে সাথে মনে যেন অসুখ বাসা বেঁধেছে। ১লা ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী চরমপত্র দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে। সবাই অপেক্ষা করছিল গান্ধীর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। কিন্তু আন্দোলনকারীদের হতাশ করে দিয়ে তিনি সারা ভারতবর্ষে আইনঅমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। চৌরিচৌরা গ্রামে আন্দোলনকারীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে থানায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ২২ জন পুলিশ মারা যায়। দেশবন্ধু এই হিংসাকে মেনে নিতে পারেন নি। আবার গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকেও মেনে নিতে পারেন নি। আন্দোলন তখন চরম সীমায় পৌঁছেছে। একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের আগুনে জলঢেলে দেওয়ার কোনো মানেই হয়না।

দেশবন্ধুর শরীরের অবনতি দেখে প্রশাসন তাকে বাড়ির খাবার ও পথ্য দেবার অনুমতি দিল। বাসন্তী দেবী মেয়ে অপর্ণার হাত দিয়ে খাবার পাঠালেন। দেশবন্ধু সে খাবার ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার ঘরে যতজন ছেলে আছে সবাইর খাবার যদি আনতে দেয়, তবেই আমি বাড়ির খাবার খাব। প্রথমে রাজি না হলেও পরে প্রশাসন দেশবন্ধুর সঙ্গীদের জন্য বাড়ির খাবার আনার অনুমতি দেয়। এই সেলের পাশেই ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি দল। একদিন তাদেরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন তিনি। জেলে বসেই সবাইকে নিয়ে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঠিক করতেন। মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকতেন শহীদ কানাইলাল–এর ফাঁসির মঞ্চের দিকে। জেলের রুক্ষ প্রান্তরে শহীদদের আত্মবলিদানের ফাঁসীর মঞ্চে তিনি হয়তো দেখতে পেতেন অজস্র রক্ত গোলাপ ফুটে আছে।

বাঙালির প্রাণ, কে করিবে দান

প্রণব গুহ

প্রাণ দিতে বাঙালি কখনও কুণ্ঠা বোধ করে নি। স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে ইংরেজদের লাঠি, গুলি, বোমা, ফাঁসির দড়ি হাসি মুখে বুক পেতে বরণ করেছে হাজার হাজার বাঙালি। একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে শত শত বাঙালি। ১৯৪৩ সালে তৈরী করা দুর্ভিক্ষে অনাহার আর রোগে ভুগে বিনা দোষে ঝরে গিয়েছিল ২.১ মিলিয়ন বাঙালির প্রাণ। না হয় আগের কথা নয় ছেড়েই দিলাম।

স্বাধীনতার পরেও বাঙালি তার প্রাণ বিসর্জন দিতে মোটেই পিছিয়ে আসে নি। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায়। ১৯৭০ সালে জেলায় জেলায় দিনে গড়ে ৫/৭ টি করে বাঙালি খুন হতে থাকলো। বাঙালির ঝরে যাওয়া প্রাণে আজও অক্ষয় হয়ে আছে সাঁইবাড়ি হত্যাকান্ডের মহিমা। ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ ঘটেছিল এই হত্যাকান্ড এবং এই দিনটিকে স্বাধীনতার পর বাংলায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সূচনা দিবস বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৭১এর শুরু থেকেই বাড়তে লাগলো বাঙালির প্রাণ বিসর্জনের সংখ্যা। নীহার চৌধুরী তাঁর 'কেন এমন হল?' বইতে লিখেছেন, একই রাতে প্রায় ২০০ জন নকশালপন্থী যুবককে মেরে লাশগুলো ডায়মন্ড হারবারের মাঝ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হল। একই কায়দায় কাশীপুরের ৪৫ জন নকশাল যুবকদের একই রাতে খতম করা হল। এছাড়াও বিভিন্ন দিনে কোন্নগরে, হাওড়ায়, বারাসাতে, দমদমে, বেহালায়, যাদবপুরে পাইকারি হরে নকশাল দমন করল পুলিশ। ১৯৭২ সালে একটা হিসাব দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। বলেছিলেন, ওরা (কংগ্রেস) আমাদের পার্টির ১২০০ কর্মীকে খুন করেছে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে উঠল নতুন যুগের লাল সূর্য। কিন্তু সেই সূর্য কিরণও ফিকে করতে পারে নি বাঙালির প্রাণ বিসর্জনের মহিমাকে। ১৯৭৯ সালে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে পুলিশ ও রাজনৈতিক গুন্ডাদের অত্যাচারের বলি হল হাজার হাজার বাঙালি উদ্বাস্তুর প্রাণ। ১৯৮২তে বিজন সেতু লাল হয়ে উঠল আনন্দমার্গী বাঙালি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীদের রক্তে। ১৯৯০তে বানতলায় প্রাণ দিল এক ধর্ষিতা বাঙালি তরুণী ও ধর্ষকদের আটকাতে গিয়ে প্রাণ দিল এক বাঙালি পুরুষ ড্রাইভার। ১৯৯৩ ২১ জুলাই সালের ১৩ জন আন্দোলনকারী কংগ্রেসী, ২০০০–এ নানুরে ১১ জন জনমজুর, ২০০১–এ ছোট আঙ্গারিয়ায় ১১ জন জনযোদ্ধা ও ২০০৭–এ সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ায় এক ধর্ষিতা কন্যার খুন তো বাঙালির প্রাণ বিসর্জনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই ২০০৭ সালেই নন্দীগ্রামে জমি বাঁচাতে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে লুটিয়ে পড়ল ১৪ জন বাঙালি কৃষক। খোঁজ পাওয়া গেল না ৪০ জনের। আরও কত বাঙালি তুচ্ছ কারণে এখানে ওখানে প্রাণ দিয়েছে তা হিসাবের বাইরেই থেকে গিয়েছে। প্রাণঘাতী রাজনৈতিক সন্ত্রাস বাঙালির মাথার মুকুট। ডান–বাম সব আমলেই এ মুকুট রক্ষা করতে জান লাগিয়ে দিয়েছে বাঙালি। সারা বছর ধরে ছোট খাটো খুন জখম, ভোট আসলে একেবারে বলিদান উৎসব। নিজের ঘরে গুলি–বোমা–বন্দুকের খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিল ৬৫ জন বাঙালি। ১৯৬৬ তে একই ইস্যুতে বাস ট্রাম পুড়িয়ে, পুলিশকে আক্রমণ করে প্রাণ দিল আরও ৩০ জন। এরপর এলো বাঙালির বিপ্লবীপনা। ১৯৬৭ তে নকশালবাড়ীতে বিপ্লবীদের হাতে খতম হল বাঙালি জোতদার–জমিদাররা। আর পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল ১২ জন সাধারণ গ্রামবাসী। এ প্রাণ তো তুচ্ছ, নকশালবাড়ির দেখানো পথে শ্রেণীশত্রুদের খতম করার স্বপ্নে বিভোর শত শত মেধাবী বাঙালি প্রাণ দিল পুলিশের অত্যাচারে। এই নকশালী আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কলকাতা সহ অভাব হলে নিয়ে এসেছে অন্য রাজ্য থেকে। ফলও মিলেছে হাতে নাতে।

কংগ্রেস, বাম আমলের কথা তো আগেই বলেছি। এবার একটু পরিবর্তনের কথা বলি। একেবারে গোড়ায় ২০১১ সালের নির্বাচনে প্রাণ দিতে হল ৫০ জন বাঙালি বাম কর্মীকে। বিজেপি নেতা অমিত শাহ বলেছিলেন, ২০১৯–এর নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির ১৩০ জন কর্মী খুন হয়েছেন এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক হিংসার কারণে ৩০০ জনেরও বেশি বিজেপি সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়া পঞ্চায়েত, পুরসভা, উপ নির্বাচন প্রভৃতিতে প্রাণ দেওয়ার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি তৈরির কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাংলার বহু ভোট কর্মীকে নাকি প্রাণ দিতে হয়েছে। নিন্দুকেরা বলছে, বাঙালির প্রাণ এতই সস্তা যে বাঙালি প্রাণ দেবার কোনো সুযোগই ছাড়তে নারাজ। আবার আর একটা ভোট আসছে বাংলায়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক হানাহানি। ফের কিছু প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইতিহাসে নাম তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাঙালি। নেতানেত্রীরা কথার বর্জ্য ফেলে ক্ষেত্র তৈরি করছে প্রাণ দেওয়া নেওয়ার। প্রাণ দানের জন্য ব্যাকুল বাঙালির কাছে একটাই অনুরোধ, একটু ভেবে দেখো, এত প্রাণ দিয়েও জাতীয় ক্ষেত্র থেকে কেন হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালি?

মারিচঝাঁপি: জলে ডুবে থাকা ইতিহাস

পলাশ পান

৫ম বর্ষ সুন্দরবন বইমেলা। ড. দীপককুমার বড়পণ্ডা এবং ড. সঞ্জিত জোদারের সৌজন্যে সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত দ্বীপে এমন একটি বইমেলা দেখার সুযোগ মিলল। শহর থেকে বহু দূরে, ১৪ ও ১৫ মার্চ ২০২৬—দু'টি দিন যেন এক ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে কাটানো।

১৫ মার্চ সকালে গ্রাম ঘুরে দেখার ইচ্ছে। জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে বোঝার ছোট্ট চেষ্টা। ছোট মোল্লাখালির জোতদার পাড়ার মোড় ঘুরতেই দেখা মেলে মংলি সরদারের—বয়স আনুমানিক ৫০। মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, অনিশ্চিত সংসার। বৃদ্ধ স্বামীর আয় নেই বললেই চলে। তবু আমাদের দেখে তাঁর উচ্ছ্বাসে কোনও ঘাটতি নেই। গান গেয়ে, নেচে স্বাগত জানান। সেই মুহূর্তে মনে হয়, আনন্দের জন্য অর্থ নয়—প্রয়োজন মন। আর তখনই প্রশ্ন জাগে, শুধু সুন্দরি গাছ নয়, এই মানুষগুলিও কি সুন্দর বলেই হয়তো নাম 'সুন্দরবন'?

এর কিছুটা দূরে হেতালবাড়ি গ্রাম। সেখান থেকে নদীর দিকে হাঁটা—আমি, ব্রততী বিশ্বাস, অসিত প্রধান এবং দীপকদা। সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দীপকদা আঙুল তুলে দেখালেন বাংলাদেশের মাটি। তারপর মাঝনদীর একটি দ্বীপের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—

'ওটা শুধু একটা দ্বীপ নয়, একটা নীরব ইতিহাস।'

বেশ কিছুক্ষণ ওনার সাথে কথা বলে এবং আরো ইনফরমেশন নিয়ে বুঝলাম ইতিহাসের কিছু অধ্যায় থাকে, যা বইয়ের পাতায় খুব বেশি জায়গা পায় না, কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে রক্তাক্ত দাগের মতো থেকে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের তেমনই এক বেদনাময় অধ্যায় 'মারিচঝাঁপি'। সুন্দরবনের নির্জন দ্বীপে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি শুধু একটি প্রশাসনিক অভিযান ছিল না। এটি ছিল শরণার্থী, রাজনীতি, পরিবেশ এবং মানবাধিকারের জটিল সংঘর্ষের প্রতীক। সুন্দরবনের জলে ভেসে ওঠা দ্বীপগুলোর মতোই ইতিহাসও কখনও কখনও জোয়ার–ভাটার খেলায় হারিয়ে যায়। সুন্দরবনের এক প্রান্তে ম্যানগ্রোভের গভীর সবুজে ঢেকে থাকা মারিচঝাঁপি আজ যেন তেমনই এক নীরব স্মৃতিস্তম্ভ—যেখানে মানুষের আর্তনাদ মিশে গেছে কাঁকড়ার চলার শব্দে, আর ইতিহাস চাপা পড়েছে গাছের শ্বাসমূলের নিচে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে অসংখ্য হিন্দু শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। এদের মধ্যে বড় অংশ ছিলেন নামশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ তখন এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে পুনর্বাসন দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ফলে অনেককেই পাঠানো হয় মধ্য ভারতের দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে। শুষ্ক জমি, অপরিচিত পরিবেশ এবং জীবিকার অভাব—সব মিলিয়ে সেখানে জীবন ছিল কঠিন। বহু শরণার্থী মনে করতেন, তাদের প্রকৃত বাসস্থান হওয়া উচিত বাংলার মধ্যে পড়ে, এমন যুক্তি তুলে সরকার দ্বীপটি খালি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে শুরু হয় অবরোধ। নদীপথে পুলিশি নজরদারি বসানো হয়, খাদ্য ও ওষুধ যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দ্বীপে থাকা মানুষদের জীবন ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠে।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। দ্বীপ খালি করার জন্য পুলিশি অভিযান শুরু হয়। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় উঠে এসেছে গুলি চলার কথা, ঘরবাড়ি ভাঙচুরের কথা এবং আতঙ্কে পালিয়ে যাওয়া মানুষের গল্প। কতজন মানুষ নিহত হয়েছিলেন, তার নির্ভুল হিসাব আজও নেই। সরকারি হিসেবে সংখ্যা কম, কিন্তু গবেষক ও মানবাধিকার কর্মীদের মতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে।

মারিচঝাঁপি ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক আজও থামেনি। একদিকে ছিল সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষার যুক্তি, অন্যদিকে ছিল আশ্রয়হীন মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই সংঘর্ষের মাটি, যেখানে নদী, জঙ্গল ও মাছ ধরার জীবিকা তাদের পরিচিত।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই আশায় নতুন করে আলো জ্বলে ওঠে। বহু শরণার্থী দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আবার বাংলায় ফিরে আসেন। তাদের একটি বড় অংশ সুন্দরবনের একটি ছোট দ্বীপ মারিচঝাঁপিতে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে তারা নিজেরাই গড়ে তোলেন ঘরবাড়ি, ছোট বাজার, স্কুল, এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো ব্যবস্থাও। কঠিন জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা ধীরে ধীরে একটি স্বনির্ভর জনপদ তৈরির চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু প্রশাসনের দৃষ্টিতে এই বসতি ছিল বেআইনি। মারিচঝাঁপি সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মাঝে মানবিক প্রশ্নটি অনেক সময়ই চাপা পড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা মূলধারার আলোচনায় খুব বেশি জায়গা পায়নি।

আজ সেই মারিচঝাঁপি আর মানুষের নয়। এটি এখন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ–এর অন্তর্গত একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। আইন বলছে, এখানে বসতি গড়া নিষিদ্ধ। বনদপ্তরের কড়াকড়ি নজরে, দ্বীপটি ফিরে পেয়েছে তার প্রাকৃতিক চেহারা। যেখানে একসময় শিশুদের হাসি শোনা যেত, সেখানে এখন শোনা যায় পাখির ডাক, বা হয়তো কোনো অদৃশ্য শিকারির নিঃশ্বাস।

এই পরিবর্তন কি শুধুই প্রকৃতির পুনরুদ্ধার? নাকি ইতিহাসকে মুছে ফেলার এক নীরব প্রচেষ্টা?

মারিচঝাঁপি নিয়ে সরকারি নথি যত কম কথা বলে, তত বেশি কথা বলে মানুষের স্মৃতি। বেঁচে থাকা কয়েকজনের সাক্ষ্য, লেখকদের কলম, আর ইতিহাসবিদদের গবেষণা—সব মিলিয়ে এই ঘটনা আজও প্রশ্ন তোলে : উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার নামে কি মানুষের অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছিল?

বর্তমান সময়ে মারিচঝাঁপি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু নয়। নেই পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে বড় কোনো আন্দোলন। তবুও, সময় সময় এই নাম ফিরে আসে—সংবাদপত্রের পাতায়, বইয়ের আলোচনায়, কিংবা কোনো স্মৃতিচারণে। যেন ইতিহাস নিজেই জানাতে চায়, সে পুরোপুরি মুছে যায়নি।

সম্ভবত রাজনৈতিক প্রভাব, প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা এবং পর্যাপ্ত নথির অভাব—সব মিলিয়েই মারিচঝাঁপি ইতিহাসের প্রান্তে সরে যায়।

মারিচঝাঁপি আজ শুধু একটি দ্বীপের নাম নয়। এটি একটি প্রতীক—

যেখানে দেখা যায় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত, পরিবেশ রক্ষা এবং উদ্বাস্তু মানুষের জীবনের বাস্তবতা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সুন্দরবনের নদী ও জঙ্গলের মাঝে সেই ইতিহাস আজও নীরবে বয়ে চলেছে।

সময়ের দূরত্ব আমাদের হয়তো ঘটনাটিকে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ দেয়। কিন্তু প্রশ্নটি এখনও থেকে যায়—যে মানুষগুলো আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিল, তাদের গল্প কি আমরা সত্যিই শুনতে পেরেছি?

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি কেউ আজ প্রশ্ন করে–'এখানে কি কোনোদিন মানুষ ছিল?'—তবে হয়তো বাতাসই উত্তর দেবে খুব আস্তে করে : 'ছিল, আর সেই গল্প এখনো শেষ হয়নি।'

আতশ কাচে

বাগানের ৭ গোল

কলকাতায় এ আই এফ এফ এর জুনিয়র ফুটবল লিগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৭–০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। রাজদীপ রায় ৪টি, অর্ক ভাস্কর, সায়ন হালদার ও অভ্রনীল বিশ্বাস একটি করে গোল করেছেন।

এলিস বাইরে

চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার নাথান এলিস চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আসন্ন আইপিএলে খেলতে পারবেন না। তার পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার পেসার স্পেন্সার জনসনকে দলে নিয়েছে চেন্নাই। তাকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫টি একদিনের ও ৮টি টি–২০ ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ১৮ টি উইকেট নিয়েছেন।

ভারতের দল

দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা দলের বিরুদ্ধে টি–২০ সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যর ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫টি টি–২০ ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। ৪ ক্রিকেটার হরলীন দেওল, জি কমলিনী, স্নেহ রানা ও বৈষ্ণবী শর্মাকে দলে নেওয়া হয়নি। পরিবর্তে জায়গা পেয়েছেন উমা ছেত্রী, কাশবী গৌতম ও অনুষ্কা শর্মা।

সেরা হরিয়ানা

জাতীয় প্যারা–অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক পদক জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হরিয়ানা। ওড়িশায় কলিঙ্গ স্টেডিয়াম–এ তারা ৩৯টি সোনাসহ মোট ৯৫টি পদক জিতে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ৫১টি পদক নিয়ে দ্বিতীয় তামিলনাড়ু ও ৩০টি পদক নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে গুজরাট।

বিকির ব্রোঞ্জ

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত ২৪ তম প্যারা ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে উজ্জ্বল সাফল্য পেল বাংলা। দার্জিলিং জেলার নিজবাড়ি রেলওয়ে কলোনির অ্যাথলিট বিকি ওরাঁও ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। আংশিক দৃষ্টিহীন (ভিজ্যুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট, টি–১২ ক্যাটাগরি) বিকি নিজের দৃঢ়তা ও লড়াইয়ের মানসিকতা দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রায় ৭০০ প্রতিযোগীর এই চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে মোট ১৩ জন খেলোয়াড় ও কর্তা এই প্রতিযোগিতায় যান।

১০ গোল

কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ১২–০ গোলে মৈত্রী সংসদকে হারিয়ে দিয়েছে। অন্তাসিয়া ওরাও তিনটি, শ্রাবণী মুর্মু ও সাথী দেবনাথ দুটি করে গোল করেছেন। এ ছাড়া বিরশী ওরাও, সরিতা ইউমনাম, নাওরেম প্রিয়ঙ্কা দেবী, ফুলমনি খড়িয়া পূর্ণিমা দাস একটি করে গোল করেন।

ভারত ব্যাংককে

মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপ খেলতে ২৪ সদস্যর ভারতীয় দল ব্যাংকক পৌঁছেছে। ২০ বছর পর ভারত এশিয়ান কাপে খেলবে। গ্রুপ সি, তে ভারতের সঙ্গে আছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চিনা তাইপে। ভারত ২ এপ্রিল জাপান, ৫ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়া,৮ এপ্রিল চিনা তাইপের বিরূদ্ধে খেলবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রতিযোগিতা শুরুর আগে ভারত ব্যাংককে গেছে।

বাগানের হার

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল ফুটবলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ০–১ গোলে মুম্বই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হয়েছে। মুম্বই এফসির নৌফাল গোল করেছেন। এবারের আইএসএলে এটাই মোহনবাগানের প্রথম পরাজয়। তাতে মুম্বই ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান কে সরিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগানের ৬ ম্যাচে পয়েন্ট ১৪।

হর্ষিতের পর ছিটকে গেলেন আকাশদীপ

কেকেআরে আশার আলো ক্যামেরন গ্রিন

সুমনা মণ্ডল: আইপিএল শুরুর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, তার আগেই একের পর এক চোটের ধাক্কায় চাপে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির। পেস বোলিং বিভাগে বড়সড় সঙ্কট তৈরি হয়েছে, যা মরশুম শুরুর আগেই ভাবাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। প্রথমে চোটের কারণে কার্যত ছিটকে যান তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও বড় ধাক্কা, চোটের জন্য গোটা আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই কেকেআরের বোলিং আক্রমণ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এতেই শেষ নয়। শ্রীলঙ্কার তারকা পেসার পাথিরানাও পুরোপুরি ফিট নন। জানা গিয়েছে, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে তাঁকে পাওয়া যাবে না। ফলে শুরুতেই বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে নাইটরা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বিকল্প খুঁজতে হচ্ছে দলকে। এর মধ্যেই হর্ষিত রানার পরিবর্ত নিয়ে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানিয়েছেন হেড কোচ অভিষেক নায়ার।

তবে সব নেতিবাচকতার মাঝেও কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। আইপিএল ২০২৬–এর নিলামে প্রায় ২৫.২০ কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে কেকেআর, যা তাঁকে আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম দামী বিদেশি ক্রিকেটার করে তুলেছে। কলকাতায়

এসে দলেও যোগ দিয়েছেন গ্রিন। তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলব এবং প্রতিটি ম্যাচে একই পরিকল্পনা নিয়ে নামব।' দলের মূলমন্ত্র 'করবো লড়বো জিতবো রে' বলেও সমর্থকদের উজ্জীবিত করেছেন তিনি। যদিও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে গ্রিনকে ঘিরে, তবুও শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে তাঁর শতরান কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে নাইট শিবিরে। সব মিলিয়ে শক্তিশালী দল গড়েও মরশুম শুরুর আগে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। এখন দেখার, এই সঙ্কট কাটিয়ে কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে তারা। আপাতত প্রস্তুতি ম্যাচেই চোখ অজিঙ্কা রাহানের।

চিরকালীন অবসরে গেল রাসেলের জার্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন আইপিএল মরসুমের আগে বড় পরিবর্তনের সাক্ষী থাকলো কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির। গুরুদায়িত্ব পেলেন সদ্য পিতৃহারা রিঙ্কু সিং। অন্যদিকে, নাইটদের কিংবদন্তি ক্রিকেটার আন্দ্রে রাসেলকেও জানানো হয়েছে বিশেষ সম্মান। কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজি ২৪ মার্চ এক অনুষ্ঠানে জানিয়ে দিল ২০২৬ মরসুমে দলের সহ–অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তরুণ ব্যাটার রিঙ্কু সিং। অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানের ডেপুটি হিসেবে আলিগড়ের এই ক্রিকেটারই এখন দলের অন্যতম ভরসা।

গত কয়েক মরসুমে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং চাপের মুহূর্তে ম্যাচ জেতানোর দক্ষতা রিঙ্কুকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। দলের ড্রেসিংরুম সংস্কৃতি থেকে ম্যাচ পরিস্থিতি—সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর পক্ষে বড় সুবিধা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, দলের প্রাক্তন তারকা আন্দ্রে রাসেলকে ঘিরেও আবেগঘন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেকেআর। তাঁর বিখ্যাত ১২ নম্বর জার্সি অবসর–এ পাঠানো হল। দীর্ঘদিন কেকেআরের হয়ে ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলে দলের অন্যতম আইকন হয়ে ওঠা রাসেলকে যদিও ২০২৫ মরসুমের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি

শাহরুখ খান। আসন্ন মরশুমে 'পাওয়ার কোচ' হিসেবে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। তরুণ ক্রিকেটারদের শক্তি ও আক্রমণাত্মক মানসিকতা গড়ে তুলতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার সুনীল নারাইনের কেরিয়ারও শেষ পর্যায়ে পৌঁছনোয় নেতৃত্বে একটি শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। সেই জায়গায় রিঙ্কুর উপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্তকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেখছে ক্রিকেট মহল।

এছাড়াও, মাঠের বাইরেও রিঙ্কু সিংয়ের জীবনে বড় পরিবর্তন এসেছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে তাঁকে ক্রীড়া দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা তাঁর ক্রিকেটীয় সাফল্যের স্বীকৃতি বলেই মনে করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, একদিকে নতুন নেতৃত্ব, অন্যদিকে অতীতের অবদানকে সম্মান—এই দুইয়ের মিশেলে আইপিএল ২০২৬ মরসুমে নতুন রূপে দেখা যেতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। এখন দেখার, রিঙ্কুর নেতৃত্বে দল কতটা সফল হয় এবং রাসেলের অভিজ্ঞতা কতটা প্রভাব ফেলে মাঠের পারফরম্যান্সে।

অন্ধকারে তলিয়ে গেল সাদা কালো ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলে ইতিহাস গড়লো ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতীতে মিনি ডার্বিতে মহমেডান স্পোর্টিংকে ৭–০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে শুধু বড় জয়ই নয়, টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যবধানের নজিরও ছুঁয়ে ফেললো অস্কার ব্রুজোর দল। জোড়া গোল করলেন ইউসেফ এজেজারি ও আনোয়ার আলি। এছাড়া সল ক্রেসপো, পিভি বিষ্ণু ও নন্দকুমার একটি করে গোল করেন।

টানা তিন ম্যাচে জয়হীন থাকার পর চাপে ছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। তবে দুর্বল মহমেডানকে সামনে পেয়ে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ৬ মিনিটে আনোয়ার আলির দূরপাল্লার শটে গোলে এগিয়ে যায় লাল–হলুদ। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান ইউসেফ। প্রথমার্ধের শেষদিকে আরও একটি পেনাল্টি পেয়ে গোল করেন ক্রেসপো। বিরতিতে ৩–০ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৩৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখে ১০ জনে নেমে আসে মহমেডান, যা ম্যাচের মোড় পুরো ঘুরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমণে কার্যত ভেঙে পড়ে সাদা কালো রক্ষণ। ৫৫ মিনিটে আরও একটি পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ইউসেফ। এরপর বিষ্ণু, আনোয়ার ও শেষদিকে নন্দকুমারের গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৭–০।

এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে

১১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৪–এ উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। একই সঙ্গে এটাই তাদের আইএসএলে সবচেয়ে বড় জয়, যা ২০১৫ সালে এফসি গোয়ার ৭–০ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডের সমতুল্য। তবে বড় জয় সত্ত্বেও কিছু খামতি রয়ে গিয়েছে। গোটা ম্যাচে ২০ টির বেশি কর্নার পেলেও সেট–পিস থেকে গোল তুলনামূলক কম। আরও বড় ব্যবধানে জয়ের সুযোগ থাকলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি লাল হলুদ আক্রমণভাগ। অন্যদিকে, লিগে এখনও পয়েন্ট শূন্য মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হতাশাজনক পারফরম্যান্স প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে তাদের কৌশল ও দলগঠনের ওপর। রক্ষণ থেকে মাঝমাঠ–সব ক্ষেত্রেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে তারা। সব মিলিয়ে, একতরফা এই ম্যাচে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল ইস্টবেঙ্গল। তবে শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলেই প্রকৃত পরীক্ষা উতরে যাবে অস্কার ব্রুজোর দল।

রাজ্য হ্যান্ডবলে দাপট কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য হ্যান্ডবলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল সেন্ট্রাল কলকাতার মহিলা দল এবং ওয়েস্ট কলকাতার পুরুষ দল। ঠাকুরপুকুরের বিবেকানন্দ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ২১ তম সিনিয়র স্টেট হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হল সেন্ট্রাল কলকাতা। ফাইনালে তারা ২০–১১ গোলে জলপাইগুড়িকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখে। এই বিভাগে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে ওয়েস্ট কলকাতা ও নদিয়া। পুরুষদের বিভাগেও উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের সাক্ষী থাকলো দর্শকরা। ফাইনালে ওয়েস্ট কলকাতা ২৮–২৫ গোলে উত্তর ২৪ পরগনাকে পরাজিত করে আবারও চ্যাম্পিয়ন হয়। এই বিভাগে তৃতীয় স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং চতুর্থ স্থানে আলিপুরদুয়ার। মহিলা বিভাগে সেরা

খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন সেন্ট্রাল কলকাতার মৌমিতা রায়। তাঁর সতীর্থ বিথিকা রাভা ফাইনালে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ গোল করে সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পান। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির সোমা সেন সেরা গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। পুরুষদের বিভাগে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ওয়েস্ট কলকাতার তরুণ মাহাতো এবং সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছেন দেবাশীষ কর্মকার।

এই স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেই গঠিত হচ্ছে আসন্ন সিনিয়র জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার বাংলা দল। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বরেলিতে অনুষ্ঠিত হবে সেই টুর্নামেন্ট, যেখানে ১৪ সদস্যের দল নির্বাচন করা হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৮টি এবং মহিলা বিভাগে ৯টি দল অংশ নেয়। সাম্প্রতিক সময়ে হ্যান্ডবল খেলায় সরকারি চাকরির সুযোগ বাড়ায় খেলাটির প্রতি আগ্রহও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাইকুন্ডোতে সাফল্য কালনার ছাত্রী ও শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাইকুন্ডোতে সাফল্য পেলেন কালনা–২ নম্বর ব্লকের অকালপৌষ অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রী। শিক্ষক সুমন চৌধুরী এবং

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বিপাশা দাস ২১ ও ২২ মার্চ পশ্চিম বর্ধমানের বরাকরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল তাইকুন্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ এ সাফল্য পান। বিপাশা দাস স্পিড কিকিং এ সিলভার ও পুমশেতে ব্রোঞ্জ পদক পান। অন্যদিকে, ওই স্কুলেরই খেলার শিক্ষক সুমন চৌধুরী সিনিয়র বিভাগে অংশগ্রহণ করে দুটি স্বর্ণপদক পান। তিনি পুমশে ও স্পিড কিকিং দুটি বিভাগেই প্রথম হন।

আইপিএল ইতিহাসে রেকর্ড! ১৫ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে গেল রাজস্থান রয়্যালস

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল শুরু হবে, তার আগেই যেন ধামাকা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর্থিক চুক্তির সাক্ষী থাকল ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ড ১৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে গেল রাজস্থান রয়্যালস। জানা গিয়েছে, মার্কিন শিল্পপতি কাল সোমানির একটি কনসোর্টিয়াম ১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কিনে নিয়েছে। এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে আইপিএল–এর এই মরশুমের পরই। বর্তমানে দলের অধিকাংশ শেয়ার রয়েছে মনোজ বাদালের মালিকানাধীন ইমার্জিং মিডিয়া স্পোর্টিং হোল্ডিংসের হাতে। এছাড়াও অংশীদার হিসেবে রয়েছে ল্যাচলান মারডক এবং রেডবার্ড ক্যাপিটাল। তবে নতুন এই চুক্তির ফলে মালিকানায় বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে কলম্বিয়া প্যাসিফিক ক্যাপিটাল পার্টনারস প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব দিলেও মালিকানা হস্তান্তরের জটিলতার কারণে সেই অফার ফিরিয়ে দেয় রাজস্থান বোর্ড। শেষ পর্যন্ত সোমানির কনসোর্টিয়ামের প্রস্তাবই গ্রহণ করা হয়। এই দৌড়ে আদিত্য বিড়লা গ্রুপ এবং টাইমস গ্রুপের মতো বড় সংস্থাও ছিল। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়ে শেষ হাসি হাসলেন সোমানি। ক্রিকেটীয় দিক থেকেও এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে চলতি মরশুমে মাঠে নামবে দল। পাশাপাশি যশস্বী জয়সওয়াল সহ তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে নতুন মালিকানার অধীনে দল কীভাবে পারফর্ম করে, সেদিকেই নজর থাকবে সমর্থকদের। এর আগে ২০২৫ সালে গুজরাট টাইটান্স–এর ৬৭ শতাংশ শেয়ার প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। সেই রেকর্ড এবার ভেঙে দিল রাজস্থান রয়্যালস। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই দল ২০২২ সালে ফাইনালেও পৌঁছেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত গুজরাটের কাছে হেরে যায়। নতুন মালিকানার হাত ধরে এবার আবার শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে এগোতে চায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেট লিগ হিসেবে আইপিএলের ব্র্যান্ড ভ্যালু যেভাবে বাড়ছে, তাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মূল্যও যে আকাশছোঁয়া হবে, তা একপ্রকার প্রত্যাশিতই ছিল। তবে এই রেকর্ড অঙ্ক নিঃসন্দেহে নতুন মাইলফলক গড়ল।

না খেললেও বাড়ি বসেই চুক্তির ৫ কোটি টাকা পাবেন যশ দয়াল!

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোট না থাকলেও এবারের আইপিএলে দেখা যাবে না যশ দয়াল–কে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে গত মরশুমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, ব্যক্তিগত ও আইনি জটিলতার কারণে পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই সরে দাঁড়াচ্ছেন এই বাঁহাতি পেসার। তবে না খেললেও তাঁর ৫ কোটি টাকার চুক্তি বহাল থাকছে, যা নিয়ে এর মধ্যেই শুরু হয়েছে আলোচনা।

আইপিএল শুরুর আগে বেঙ্গালুরুর প্রস্তুতি শিবিরে যশের অনুপস্থিতি প্রথম থেকেই নজরে আসে। কোনও চোটের খবর না থাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে। অবশেষে দলের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মো বোবাট সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করে জানান, যশ ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং এই পরিস্থিতিতে তাঁর না খেলাই শ্রেয় বলে মনে করেছে দল। একইসঙ্গে তিনি জানান, ফ্র্যাঞ্চাইজি শুরু থেকেই যশের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সাধারণ নিয়মে কোনও ক্রিকেটার ব্যক্তিগত কারণে আইপিএল না খেললে তাকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পারিশ্রমিকও কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু যশের ক্ষেত্রে সেই পথ নেয়নি আরসিবি। বরং তাঁকে রিটেইন করে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল।

যশ দয়ালের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এবং দেশের দুই রাজ্যে তদন্ত চলছে। এই পরিস্থিতির জেরেই তাঁর আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। গত মরশুমে ১৫ ম্যাচে

১৩ উইকেট নিয়ে বেঙ্গালুরুর সাফল্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন যশ। কিন্তু এবারের আসরে তাঁকে ছাড়াই দলকে এগোতে হবে। বিকল্প হিসেবে অন্য পেসারদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে, প্রতিভাবান এই ক্রিকেটারের কেরিয়ারে আপাতত কঠিন সময়ই চলছে।

প্রকাশিত

লাল দ্বীপের বাসিন্দা

যৌনপেশা এবং যৌনকর্মী সমাজ

পলাশ পান

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com